প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র শ্রীঅজিত গুপ্ত কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম মুদ্রণ
আশ্বিন ১৩৬০
অক্টোবর ১৯৫৩

দাম : পাঁচ টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

সংকলনের সম্মান পাওয়া সাহিত্য-জীবনের একটা পুরস্কার সন্দেহ নেই কিন্তু তার একটা ত্রুটির দিকও আছে।

সংকলনের জন্যে বাছাই করবার বিপদের দিক তো আছেই। 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটার সম্পর্কে অসুস্থ শুচিবাইকে না-হয় প্রশ্রয় নাই দিলাম, কিন্তু কিসে শ্রেষ্ঠ? কোন্ শ্রেষ্ঠ? কেন শ্রেষ্ঠ?

বাছাই সম্বন্ধে সর্ববাদীসম্মত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছনো অসম্ভব জেনে নানা মুনির বদলে কোনো এক মুনিকে মেনে নিতেই হয় তাই।

কিন্তু বাছাই-এর বিপদ ছাড়াও সংকলনের আর-একটি প্রধান ত্রুটি বোধহয় তার পাইকারী চেহারা ও মেজাজ। মাঠের ফুলকে হাটের আটি করে বাঁধবার মতো একটা ধরন তার আছেই।

প্রত্যেক কবিতা তার নির্জন নিঃসঙ্গতার মধ্যেই সার্থক। তার চারদিকে একটা অবকাশের বিস্তৃতি আছে। সেই অবকাশ সেই নিঃসঙ্গতার মর্যাদা রাখা সংকলনের পক্ষে প্রায় স্বধর্মবিরোধী।

সংকলনের প্রয়োজন অবশ্য অনস্বীকার্য।

কিন্তু তার অনিবার্য ত্রুটি পাঠক তাঁর নিজের সহানুভূতিতে পূরণ ক'রে যদি নেন, কবি তা হ'লে সত্যই কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সুবিধার খাতিরে যাদের জড়িয়ে বাঁধা হয়েছে পাঠক যদি নিজের প্রীতি ও সহানুভূতিতে তাদের পৃথক ক'রে নিঃসঙ্গতার অবকাশে না গ্রহণ করেন তা হ'লে তাদের অর্ধেক মূল্য হারিয়ে যেতে বাধ্য।

সংকলন সম্বন্ধে পাঠককে আর-একটি বিষয়েও সাবধান করবার আছে।

কবিকে সকল দিক দিয়ে জানবার সুবিধা সংগ্রহ-সংকলনে যেমন অনেকটা থাকে, তাঁকে সমাপ্তভাবে ধ'রে নেবার একটা সম্ভাবনাও থাকে তেমনি। যে-কবিতা সার্থক হিসাবে সংকলনে জায়গা পায় তাতে যেমন কবির শক্তির স্বাক্ষর, যে-কবিতা সে-পর্যায়ে ওঠে না তাতে তেমনি কবির অফুরন্ত অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি। একটি যদি সাফল্যের স্তম্ভ হয় অন্যটি তা হ'লে সন্ধানের স্রোত। যে-কবি জীবন্ত, কাব্য-কীর্তিতে শুধু নয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্বেগ উত্তেজনা দ্বিধা সংশয়ের মধ্যেও তাঁকে দেখা দরকার। তাই মনে হয় সংকলনের পরিচয় সমস্ত রচনার ভেতর দিয়ে শোধন না ক'রে নেওয়া কবির প্রতি কতকটা অবিচার।

পরিশেষে, কবিতাগুলি যে ভাবে সাজানো হয়েছে সে বিষয়ে একটা কথা

ফেরারী ফৌজ

অনুবাদ

* চিহ্নিত কবিতাগুলি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

হঠাৎ যদি

আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা,
করি গোটাকয়েক আইন জারি
দু'এক জনায় খুব ক'ষে দিই সাজা।

মেঘগুলোকে করি হুকুম সব
ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব।
বৃষ্টি-ফোঁটার ফেলি চিকন চিক
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিলদরিয়া মেজাজ ক'রে কই
বাজ্‌গুলো সব স্ফূর্তি ক'রে বাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

হাওয়ায় বলি, হল্লা ক'রে চল
তারার বাতি নিভিয়ে দলে-দল,
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।
ঘুমের পুরীর সেপাইগুলো ঢোলে,
তাদের ধ'রে খুব ক'ষে দিই সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

সুপ্তিমগন পদ্মাবতীর পুরে
মহল বেড়াই টহল দিয়ে ঘুরে।
ধীরে গিয়ে বসি শিয়রদেশে
একটি মালা পরায়ে দিই কেশে,

হৃদয়খানি জোর ক'রে নিই কেড়ে ;
বুকে বেঁধে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

ওলট-পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় যত নিষেধ মানা,
মনের মতো কানুন করি ক'টা
রাজা হওয়ার খুব ক'রে নিই ঘটা।
সত্য তা সে যতই বড় হোক
কঠোর হ'লে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

হাটের পথে

দেখেছিলেম তারে,
নয়কো বাটে নয়কো মাঠে নয়কো নদীর ধারে,
নয়কো বিজন সন্ধ্যাবেলা একলা কুয়ার পাড়ে,
নয়কো দ্বারের পাশে
নয়কো ফাগুন মাসে
নয়কো যখন মাতাল হাওয়া আমের বোলের বাসে।

নিতান্ত সে নীরস হাটের হট্টগোলের পথে
যাচ্ছিল সে দুপুরবেলা বলদবাহন রথে।

ঝাঁপটি ক'রে ফাঁক
কবলে যে অবাক,
চকিতে ফের দিলে বন্ধ ক'রে।
মনটিকে মোর রাখলে কিন্তু ধ'রে।

হায়রে তখন উদাসী কেউ বাজায়নিকো বাঁশি
পথে শুধু ভিড় করেছে যত মজুর চাষী।
পথে কোথাও একটা ফুলও দেখিনিকো
একটা পিকও ডাকেনিকো।
মুসড়ে পড়ে রোদ্দুরেতে গাছের পাতা,
পায়ে-পায়ে উড়ছে ধুলো আগুন তাতা।

ছই-ঢাকা তার বলদবাহন গাড়ি
তারই ফাঁকে দেখেছিলাম ময়লা পেড়ে শাড়ি।
মেঘের নীলাম্বরী
ছিল না সে পরি',
হায়রে শুধু গেল দেখা কাঁচের ক'টি চুড়ি,
কোন্ বিদেশী ব্যবসাদারের সস্তা কারিকুরি।

নাকেতে তার নথ ছিল না কানে ছিল দুল,
মাথাতে তার ছিল ক'টি খোঁপায় গোঁজা ফুল।
সোনা পোকার টিপ ছিল তার
হাতে বুঝি বাজু-বাহার,
আর বুঝি বা গলায় ছিল একটি দড়ি হার।
চোখে ছিল হীরের ঝিলিক, না থাক কিছু আর।

বাজারেতে বিষম হট্টগোল
দু'শ হাজার লোকের মুখে হরেকরকম বোল।

রৌদ্র খর মাথার 'পরে
তপ্ত ধুলো হাওয়ায় ওড়ে,
হাটের পথে মন্থরেতে চলে গোরুর গাড়ি ;
এমন সময় হয়েছিলো হঠাৎ কাড়াকাড়ি
মোদের হৃদয় কাড়াকাড়ি।

যদি ফিরে আসি

ফের যদি ফিরে আসি ;
ফিরে আসি যদি
কোনো শুভ্র শরতের অম্লান প্রভাতে,
কিংবা কোনো নিদাঘের শুষ্ক রুক্ষ তপস্থার দ্বিপ্রহরে
কিংবা শ্রাবণের বৃষ্টি-ধরা ছিন্নমেঘ রাতে কোনো,—
নূতন ধরণী 'পরে কারেও কি পারিব চিনিতে,
কাহারেও পড়িবে কি মনে ?
এ-জীবনে যাহাদের ভালোবাসিয়াছি
আজ ভালোবাসি যাহাদের
তাহাদের সাথে হবে দেখা ?
—পারিব চিনিতে ?

জন্ম লবো হয়তো সে
কোন্ ঊর্মি-ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে
ডুবারীর ঘরে,
কিংবা কোন্ জীর্ণ ঘরে কোন্ বৃদ্ধ নগরীর নগণ্য পল্লীতে
দীনা কোন্ পথের নটীর কোলে ;
কিংবা—কোথা কিছু নাহি জানি !
এই আলো সেদিন নয়নে জ্বলিবে কি ?
এই তারা এই নীলাকাশ সম্ভাষিবে আর বার ?

সেদিন কি এমনি ফুটিবে ফুল,
এইমতো তৃণ
জাগিবে কি পদতলে,
এইমতো পুঞ্জ-পুঞ্জ প্রাণ
সমস্ত নিখিলময় ?
পড়িবে কি মনে,
এই আলো মোর চোখে একদিন লেগেছিলো ভালো ;
এই ধরণীর 'পরে আমি খেলা করিয়াছি,
কাঁদিয়াছি হাসিয়াছি
ভালোবাসিয়াছি ?
যে-মুকুল আশাগুলি রেখে যাবো আজ
জীবনের খেয়াঘাটে বিদায়-সন্ধ্যায় অস্ফুট,
তাহাদের সাথে আর
হবে ফিরে দেখা ?
এ-জীবনে যত কাজ সাঙ্গ হ'লনাকো,
যত খেলা র'য়ে গেল বাকি,
ফিরে আর পাবো তাহাদের ?

আমার চোখের জল,
মোর দীর্ঘশ্বাস,
হতাশা, বেদনা,
তাহাদের সাথে পুনঃ হবে পরিচয় ?
যত দুঃখ ফেলে রেখে যাবো
তাহারা শুধাবে ডেকে,
ডেকে কহিবে কি প্রিয়া,
"আমারে ভুলিয়া ছিলে কেমন করিয়া ?"

আবার প্রিয়ার সাথে সুখে দুঃখে কাটিবে কি দিন,
এমনি করিয়া প্রতি জীবনের দণ্ড পল সুধাসিক্ত করি,

আনন্দ ছড়ায়ে চারিদিকে, আনন্দ বিলায়ে সর্বজনে ?
সকলেরে ভালোবেসে—ভালোবেসে সব-কিছু
দুর্দিনে নির্ভয় আর দুঃখে ক্লান্তিহীন
চলিতে পারো কি দুইজনে
এক সাথে ?

ফের যদি ফিরে আসি,
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে,
বুকে আরো প্রেম যেন আনি
পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে।
এবারের যত ভুল ভ্রান্তি
স্খলন পতন
ক্ষমায় ভুলিয়া আসি,
আরো আনি পথের পাথেয়
আনন্দ অক্ষয়।

নটরাজ

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস, শুনিস কিবে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে।
বৎসহারা কোন্ সাহারা হাহা করে, কোথায় হাহা করে,
কোন্ সাগরে ঝড় উঠেছে, মেঘ-গরুড়ে আকাশ আড়াল করে,
আবার কোথায় অন্‌কি ওড়ে বদ্ধ নালার জলে,
চড়ুই দু'টি বাঁধছে বাসা কড়িকাঠের তলে।
বিস্ববিয়াস্ বিষ খেয়ে কে উগ্‌রে তোলে আগুন উগ্‌রে তোলে,
গ্রহ-তারার ঘূর্ণিপাকে মাথা ঘুরে উল্কা পড়ে ট'লে,
আবার কোথায় মাকড়শাতে বুন্‌ছে ব'সে জাল,
মহুয়া-বন মাৎ করে ওই মৌমাছিদের পাল!

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস, শুনিস কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !
পুচ্ছে-বাঁধা অনল-জ্বালায় ধূমকেতু কে ছটফটিয়ে ছোটে,
প্রসবব্যথায় কাঁদিয়ে আঁধার, আকাশ ফেটে নতুন তারা ফোটে ;
আবার কোথায় মৌটুস্‌কি টুস্‌কি মারে ফুলে,
প্রজাপতি হলুদ-ক্ষেতে বেড়ায় দুলে-দুলে !
তেপান্তরে লাগল আগুন—ছুব্‌লে আকাশ খুব্‌লে নিলে আঁখি,
সৃষ্টিখানার ঝুঁটি ধ'রে কোন্ সে দানো দিচ্ছে কোথা ঝাঁকি ;
আবার কোথায় রোদ উঁকি দেয় পাতার চিকের ফাঁকে,
কাঠবেড়ালির চমক্ লাগে বনশালিকের ডাকে।

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস, শুনিস কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !
বাঘা ডাঙায় লড়াই বাধে, হাজার দাঁতে কামড়ে ছেঁড়ে টুঁটি
লক্ষ খুনীর খুন চেপেছে, কবন্ধ ধড় খাচ্ছে লুটোপুটি ;
আবার কোথায় নিশীথরাতে প্রদীপ মিটিমিটি,
রুদ্ধ-নিশ্বাস পড়ছে বধূ প্রিয়তমের চিঠি।
বোল্ হাঙরের লাগল গাদি, জাহাজ ডোবে ডুবো-পাহাড় লেগে,
কোন্ দেশেতে লাগল মড়ক, ভাগাড় আঁধার শকুন-ঝাঁকের মেঘে,
আবার কোথায় হাঁস চরে ওই শ্যাওলা-দীঘির ঘাটে
ঝিউড়ি মেয়ে ঘস্‌তেছে পা খেজুর-গুঁড়ির পাটে।

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস, শুনিস কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !
তাতা থিয়া, তাতা থিয়া—ঠোকাঠুকি নীহারিকার মালায়,
তাতা থিয়া, —সিন্ধু নাচে বক্ষে জ্বালা বাড়বানল-জ্বালায়,
তারি সাথে যুগে-যুগে দোলে, দোলে, দোলে,
নটরাজের নাচন চির-নারী-মাতার কোলে।

বাদল-বিলাস

সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে,
পথ আজি নির্জন ;
বাদলা-পোকার ফুর্তি নিয়ে
জাপানি লণ্ঠন।

কদম্বে আজ শিথিল রেণু
সুবাসে ভুরভুর,
বর্ষাশেষের বাদল বাজায়
আজ বেহায়া সুর।

ঘরের কোণে ঝাপ্সা আলোয়
জমকালো মজলিস,
চেঁচিয়ে কথা কইতে বাধে
—আধ-ফোটা ফিস্‌ফিস্।

ঘাগ্‌রী বিনা কাজরী নাহি
নেইকো কাজল কালো,
দু'টি প্রাণীর মজলিসই আজ
সবার চেয়ে ভালো।

বীণার তারে মরচে-ধরা
কাজ কি পাড়াপাড়ি,
আজকে নীরব ঠোঁটের সাথে
ঠোঁটের কাড়াকাড়ি।

মেঘলা-মোহ ধরে যে আজ
কপোত-কূজনে,
বর্ষাশেষের বেহায়া রেশ
শুনছি দু'জনে!

চিকুর চেয়ে চমকে দেবে
কোরো না চিক্ ফাঁক,
আজ দেওয়ানা দেয়ার শোনো
দিল-দরদী ডাক!

দরিয়াতে আজ কই দাদুরী—
হয়রান সব চুপ,
মেঘলা দিন আজ দাঁড় ফেলে যায়
আঁধারে ঝুপঝুপ।

বাদ্‌লা পোকার পাগলা পাখা
পড়ছে খ'সে-খ'সে,
সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে
শুনছি ব'সে-ব'সে।—

হাল্‌কা বেণীর বন্ধনী আজ
আল্‌গা ক'রেই রাখো,
শুধু শীতল অধর দিয়ে
নীরব চুমা আঁকো।

অপূর্ণতা

সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে
আপনাতে আপনি মগন,
আনন্দের স্পন্দহীন নিশ্চল গগনে ,
তাই বুঝি সৃজিলে আমারে
কাঁদিবার লাগি'।

কাঁদিবার সাধ,
তাই তুমি মোর সাথে ছোট হবে, লুটাবে ধূলায়,
আঘাত করিবে আপনারে,—মূঢ় অবিশ্বাসে,
আবার ভাসিবে আঁখিনীরে।

সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে—
শুধু সেথা ছিলনাকো আঁখিজল,
বিরহ বেদনা আর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।
আমার মাঝারে তাই
এমন করিয়া তুমি কাঁদো,
কাঁদো এত রূপে।
অকারণে কাঁদো একবার
জীবনের তীরে নামি
চিহ্নহীন বালুচরে ,
পুনঃ কাঁদো প্রেয়সীর, শ্রেয়সীর লাগি'
বার-বার দুরন্ত যৌবনে ,
তারপর সমস্ত জীবন ধরি'
সংশয়ে, দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে,
বঞ্চনায়, আঘাতে ও হতাশায়
কাঁদো নানা ছলে।

নিখিল ভুবন ভরি' খেলিতেছ কাঁদিবার খেলা
অনাদি অতীত কাল ধরি'।

বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি,
সে-খেলায় মাতি'
কোথায় নেমেছ তুমি মোর সাথে,—
জঘন্য পাপের মাঝে, বীভৎস ক্ষুধায়,
অসহ্য গ্লানির পঙ্কে,
পূতি-গন্ধভরা, অচিন্ত্য কলুষে হীনতায়!

মোর সাথে পাপী হ'লে
বুকে তুলে নিলে মোর তাপ;
মোর সাথে দুর্বহ ব্যথার বোঝা স্কন্ধে নিলে তুলে,
পিশাচ সেজেছ মোর সাথে,
কুটিল, নির্মম, ক্রূর, নৃশংস, নির্দয়।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, আর ব'সে রই
স্তব্ধ হ'য়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে—
তোমার কান্নার খেলা অপরূপ, অদ্ভুত, ভীষণ, বুদ্ধির অতীত।

যত কান্না ধরণীতে;
তার মাঝে তুমি কাঁদো এই শুধু জানি—
আর ধন্য আপনারে মানি!

নগর-প্রার্থনা

আজি এই প্রভাতের আশীর্বাদখানি
লও তব মাথে,
হে নগরী,
লও তব ধূলি-ধূম-ধূম্র-জটা-বিভূষিত শিরে,
তব লৌহ-কাষ্ঠ-শিলা কারাগার হ'তে,
রক্তমসী-কলঙ্কিত, যন্ত্র-জর্জরিত তব
কর দু'টি জুড়ি
আজি এই প্রভাতেরে করো নমস্কার।
মোহের দুঃস্বপ্নজাল বারেক ছিঁড়িয়া দুই হাতে
ঊর্ধ্বে চাহ অভিশপ্তা
ওই নীল আকাশের পানে,
পূবের সীমান্তে যেথা দিবসের মাঙ্গলিক বাজে
আলোকের সুরে।

তোমার ব্যথিত বক্ষে,
অন্ধকারে যেথা
অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড জ্বলে দিকে দিকে,
হারায় কঙ্কাল পথ
বিকারের পয়োনালী মাঝে,
লুকায় সুড়ঙ্গ লাজভরে মৃত্তিকার তলে,
লোভ হিংসা ফেরে ছদ্মবেশে
অন্ধকারে নিঃশব্দ লোলুপ,—
সেথা আজ ডেকে আনো প্রভাত-আলোরে,
তার সাথে আনো শান্তি,
লোভদীর্ণ তব ক্ষুব্ধ বুকে,—
লালসার দৈন্য যাক ঘুচে।

যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি,
ভেদ করি' ষড়যন্ত্র লৌহে আর লোভে
আসুক প্রভাতখানি,
—সৌম্য-শুচি কুমার সন্ন্যাসী
হে পতিতা তোমার আলয়ে।
পুঞ্জীভূত সমস্ত কালিমা,
সমস্ত সঞ্চিত ব্যথা, লজ্জা গ্লানি পাপ,
মনস্তাপ বহু মানবের
ব্যাধি ও বিকার
সযত্নে লালিত,
—দূর হোক সব আবর্জনা,
আলোকের কল্যাণ ধারায়।

শক্তির সাধনে মাতি,
হে উন্মত্তা নারী-কাপালিক,
অগণন জীবনের আশার শ্মশানে
আনন্দের শবাসনে বসি'
সুন্দরেরে গিয়াছিলে ভুলি;
সীমাহীন আকাশের সুনীল বিস্ময়
রাত্রির রহস্য আর আলো গন্ধ রূপ,
ভুলেছিলে সহজ প্রাণেরে।
সেই স্বেচ্ছা নির্বাসন হয়ে যাক শেষ।

আজ তব
শক্তি-সুরা-রক্ত-নেত্রে ভ্রূকুটির তলে
বিহঙ্গেরা বাঁধে নাই নীড়,
প্রস্তর-নিষেধ-প্রান্তে জাগিছে সভয়ে
শীর্ণ তৃণ, বিবর্ণ কুসুম,
—সংকুচিত দুর্বল কাতর।

যন্ত্রের জটিল পথে
বিকলাঙ্গ জীবনের
হেরি শুধু ব্যঙ্গ-সমারোহ।

নমো নমো

নমো নমো নমো।
অপরূপ অনির্বচনীয়!
নমো নমো নমো!

দেহের বীণাতে ওঠে ঝংকারিয়া সুরের প্রণতি
নমো নমো নমো।
নয় বাণী, নয় স্তুতি, নহেকো প্রার্থনা,
গান নয়, নয় আরাধনা,
শুধু দেহ দীপ হ'তে ওঠে শিখা সম।
নমো নমো নমো।

সব অর্থ ডুবে যায় আনন্দের অতল সাগরে—
শুধু অহৈতুক
অর্থহীন
নমো নমো নমো।
দুর্বোধ প্রাণের ভাষা
বাণীর আরতি।
চেতনা হারায়ে যায় আনন্দের অপার পাথারে
সেথা হ'তে ওঠে শুধু
বাঙ্ময় অর্চনা,
নমো নমো নমো!

পরিপূর্ণ জীবনের প্রস্ফুটিত পদ্ম হ'তে ওঠে গন্ধসম
নমো নমো নমো।
কথা খুঁজে নাহি মিলে, বিস্ময়ের রহেনাকো সীমা,
আনন্দের ঝটিকায় কাঁপে প্রাণ স্পন্দমান তারকার মতো,
বিরাটের তীরে-তীরে জীবন কল্লোলি ওঠে—
নমো নমো নমো।

নমো নমো নমো।
প্রণামের বিরাট আকাশে
সব গান ডুবে আছে, মিলে আছে সব পূজা,
হারাইয়া আছে স্তুতি, সকল আরতি,
সমস্ত সাধনা,
কোটি-কোটি তারকার মতো।
মহা নীলাকাশ সম
মূর্তিমান সীমাহীন
নমো নমো নমো।

মৃত্যুরে কে মনে রাখে?

মৃত্যুরে কে মনে রাখে?
—মৃত্যু সে তো মুছে যায়।
যে-তারা জাগিয়া থাকে তারে ল'য়ে জীবনের খেলা,
ভুবনের মেলা।
যে-তারা হারালো দ্যুতি, যে-পাখি ভুলিয়া গেল গান,
যে-শাখে শুখালো পাতা
এ-ভুবনে কোথা তার স্থান?
নিখিলের ওষ্ঠপুটে ওষ্ঠ রাখি করিছে যে পান,

হে কবি আজিকে তার—
তার তরে রচো শুধু গান।
রচো গান যৌবনের।

যে-প্রেমের চিহ্ন নাই লাজরক্ত কোমল কপোলে,
কম্পমান হৃদপিণ্ডে, দুর্নিবার রুধিরের দোলে,
তার তরে অকারণ শোক।
বার বার ছেড়ে তার জীর্ণতা-নির্মোক
জীবনের যাত্রা হেরি মহাকাশ ব্যেপে,
তারায়-তারায় তার জয়ধ্বনি উঠে কেঁপে-কেঁপে।
মৃত্যু শোক-স্তব্ধ গৃহদ্বারে,
আসে বারে-বারে
সমারোহে শিশুর উৎসব,
বেদনার অন্ধকার বিদারিয়া প্রতিদিন, দেখা দেয় প্রদীপ্ত গৌরব
নির্লজ্জ শিশুর হাসি।
কবরের মৃত্তিকায়, অবহেলি অশ্রুরাশি
তৃণে জাগে প্রাণ অবিনাশী।

ওরে ম্রিয়মাণ কবি উঠে বোস, শোক-শয্যা তোল
বন্ধুর বিরহ-ব্যথা ভোল,
কান পেতে শোন্ ব'সে জীবনের উন্মত্ত কল্লোল—
আকাশ বাতাস মাটি উতরোল আজি উতরোল।

পথ

আজ এই রাস্তার গান গাইব,—এই নগরের শিরা-উপশিরার।
এই রাস্তার ধূলির গান।
—তার কাঁকর, তার খোয়া, তার পাথরের—
আজ কিছু তুচ্ছ নয়।
ভাঙা পেরেক, ঘোড়ার খুরের নাল,
ছেঁড়া কাগজ, কাঠি, পাতা, কিছু তুচ্ছ নয়।

আজ এই রাস্তার গান গাইব,
যে-রাস্তা গেছে আমার ঘরের পাশ দিয়ে—
তার দিনের জনস্রোতের, তার নিশীথের নির্জনতার,
তার বৈচিত্র্যের, তার চাঞ্চল্যের,
তার অবসাদের, তার একঘেয়েমির।
তার গ্যাসের বাতির কাঁচে প্রভাতে যে আলোটি চুম্বন করে,
তার টেলিগ্রাফের তারে ব'সে যে শালিকটি দোলা খায়,
যে বৃদ্ধ মুটেটি ঘর্মাক্ত কলেবরে
তার ধূলির ওপর দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে মোট ব'য়ে নিয়ে যায়,
যে দুরন্ত শিশুটি তার ধূলি জমা ক'রে খেলা করে,
পথিকদের বিরক্ত করে ও তাদের তিরস্কারে হাসে,
সন্ধ্যা ও সকালে যে শ্রমিকের দল আনাগোনা করে,
তার কিনারায় একটি জীর্ণ ঘরে
যে পীড়িত বৃদ্ধ সারাদিন গোঙায়—
তার জলের কলে যে-সব কুলী-যুবতীরা
জল নেয়, ঝগড়া করে, কৌতুক করে,
কুটিল দৃষ্টি হানে আর উচ্চ হাস্য করে,
সমস্ত দিন ও রাত্রি ধ'রে যত পথিক
যত কথা ক'য়ে যায়,
তার কারখানা থেকে যত কোলাহল শব্দ ওঠে
যত ধূম ওঠে তার কারখানা-কলের

আকাশস্পর্শী চিম্নি থেকে,—
সব-কিছুর। যত-কিছুর।

এ-জীবন ধ'রে এই পথটিতে যা কিছু দেখেছি,
শুনেছি, ভালোবেসেছি,—সব-কিছুর গান গাইব।
তার সঙ্গে গান গাইব মানুষের
যে-মানুষ পথ সৃষ্টি করেছে,
মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার পথ।

অরণ্যে পথ আছে।
শ্বাপদেরা যে পথ দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ
তৈরি করেছে বন মাড়িয়ে-মাড়িয়ে
শিকারের চেষ্টায় আর জলের অন্বেষণে
—মৃত তৃণের পথ।
সে-পথ হিংসার, সে-পথ ক্ষুধার, সে পথ কামের।
মানুষ প্রথম মৃত লতা-গুল্ম-তৃণের একটি
অবিচ্ছিন্ন রেখা সৃষ্টি করেছিলো—কবে?—কেন?
আমি বলি প্রীতিতে।
যে-মানুষ প্রথম পথ সৃষ্টি করেছিলো মানুষের সঙ্গে মেলবার জন্যে
তাকে নমস্কার।
সে-পথ আরো বিস্তৃত হোক,
যে পথ মানুষকে বৃহৎ করেছে।

সমস্ত পথের গান গাইব,
সোজা ও বাঁকা, সরু আর চওড়া—অশেষ অসীম,
কারণ সব পথের মোহানায় যে আমার আসন,
সব পথ এসে মিলেছে এই আমার মেলায়,
যে-পথ গেছে উত্তর মেরুতে আর যে-পথ গেছে
দক্ষিণ মেরুতে, যে-পথ গেছে সাহারায়,

আর যে-পথ গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘায়।
যে-পথ গেছে গ্রামান্তের শ্মশানে
আর যে-পথে গ্রহ তারকা চলে,
আর যে-পথ গেছে প্রিয়ার হৃদয়ে—
আর যে-পথ মানুষের দুর্ধর্ষ দুরাশার—
আর অসম্ভব কল্পনার।

আমি পথ সৃষ্টি করি—
সব পথই আমার।
আমি সেই নবসৃষ্টির গান গাইব।
আমি শুধু শিলা দিয়ে রাস্তা বানাই না—
শুধু লোহা ও লক্‌ড়ি দিয়ে নয়,
শুধু পেশীর বল আর শ্রমের ঘর্ম দিয়ে নয়—
আমি পথ বানাই মর্ম দিয়ে—প্রাণ দিয়ে—
আমি পথ বানালাম অরণ্য ফুঁড়ে,
আমি পথ বানালাম পাহাড় চিরে,
আমি নদী ডিঙিয়ে গেলাম,—আমি সাগর বেঁধে দিলাম,
বাতাস জিনে নিলাম,
আমি যুগ থেকে যুগান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে
মনের সড়ক তৈরি করলাম,
আমার তবু থামা হবে না।
পথই যে আমার প্রাণ—আমার অসীম পথের পিপাসা।
শিশু পৃথিবীর কোন্ অনতিগভীর কবোষ্ণ সাগরে
আমার প্রথম ক্ষীণ পদচিহ্ন পাবে,
অসীম সাগরের বালুকায় পাবে,
তারপর ধরণীর প্রতি স্তরের ধাপে ধাপে আমি
উঠে এলাম,—অসীম অমর জীবাণু।
নিখিলের বিস্ময়।
দূরতম নক্ষত্রের পথ আমি খুঁজি আজ।

সব পথ-স্বষ্টির একই প্রেরণা।

যে-পথে পুষ্পের স্বগন্ধ মৌমাছিদের নিমন্ত্রণ করতে বেরোয়,

আর যে-পথে মহাজনদের সওদা আসে নগরের হাটে,

যে-পথে যাযাবর হংসবলাকা আসে আকাশকে

শুভ্র পক্ষের কলহাস্যে সচকিত ক'রে,

আর যে পথে পৃথিবীর অন্ধকার জঠর হ'তে

মজুরেরা কয়লা তুলে আনে,

আর ধাতু আর হীরক   সে প্রেরণা জীবন।

এই পথ-স্বষ্টিতেই জীবনের সার্থকতা।

এই পথ জীবনকে বৃহৎ করে বৃহত্তর ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে,

নিশ্চিত হ'তে অনিশ্চিতে, নীড় হ'তে আকাশে

তার অশেষ অভিযানে।

এই পথ জীবনকে মুক্তি দেয়—অসমাপ্তির অসীমতায়।

এই পথে জীবনের বন্ধনের ছন্দ।

এই পথে জীবনের মুক্তির আনন্দ।

স্বপ্ন-দোল

জীবন-শিয়রে বসি' স্বপ্ন দেয় দোল,—

ওরে ব্যর্থ-ব্যথাতুর,

সে-মিথ্যায় মত্ত হ'য়ে সত্য তোর ভোল।

ব্যথিত শ্বাসের বাষ্পে ইন্দ্রধনু রচি ইন্দ্রজালে,

যদি সে মৃত্যুর মরু মরীচিকা স্বজিয়া সাজালে,

অনন্ত মৌনতা মাঝে কাতর দরদী,

এক কণা স্বর লাগি'

এত করি' সাধিল সে যদি,

স্বষ্টির পাতুর ওষ্ঠে শীতল তিক্ততা,

অন্তরের নির্মম রিক্ততা,

ক্ষণিকের অপ্রচুর
শীর্ণ শুষ্ক হাসির ছলনা দিয়া রাখিতে আবরি,
এত সকাতর ব্যর্থ চেষ্টা যার
শুধু তার সকরুণ প্রেমটিরে স্মরি',
আজি তরে সযতনে হাস্য টানি' ব্যথাম্লান মুখে,
নিদারুণ কপট কৌতুকে,
রঙিন বিষের পাত্র ওষ্ঠে তুলি ধরি'
যাবো পান করি'।

অবিশ্বাসী প্রিয়ারেও অসংকোচে দিব আলিঙ্গন,
যে-অধর করিল বঞ্চনা
তাহারেও করিব চুম্বন।
যে আশার ম্লান দীপখানি,
তিমির রাত্রির তীরে আতঙ্কে শিহরি
বহুক্ষণ নিভে গেছে জানি,
তারি আলো আছে করি ভান,
কণ্টকিত লক্ষ্যহীন পথে নিরুদ্দেশে করিব প্রয়াণ
—মিথ্যা অভিযান।

যে প্রেম জীবনে কভু গুঞ্জরে না, তারি মৃত মূলে
সমস্ত জীবন রস
নিঙাড়িয়া সঁপি দিব, জ্ঞাতসারে ভুলে,
মর্মগ্রন্থি খুলে।
ছল করি ভালোবাসি জরা শোক জর্জরিত
মূল্যহীন এ মাটির শব,
আগ্নেয় আয়ুর দ্বীপে ক্ষণকাল তরে
তার লাগি' আয়োজিব মিথ্যা মহোৎসব।

যদিও সকল হাস্য-ফেনপুঞ্জতলে
জানি ক্ষুব্ধ ব্যথা সিন্ধু দোলে,

যদিও অশ্রুর মূল্যে কোনো স্বর্গ মিলিবে না জানি,
হাসি-অশ্রু-উচ্ছলিত তবুও রঙিন
এ বিস্বাদ জীবনের বিষপাত্রখানি
ওষ্ঠে তুলি' ধরি,
নিঃশেষিয়া যাবো পান করি,—
শুধু তার সযতন অনুরাগ স্মরি'
জীবন-শিয়রে বসি' দোলা দেয় যে স্বপ্ন-সুন্দরী।

মাটির ঢেলা

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
রঙ দিলে কে তোর গায়ে?
গড়লে তোরে কোন্ আদলের ছাচে?
ভুখ্ দিলে যে, বুক দিলে যে,
দুখ দিতে সে ভুললো না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।

কোন্ মেলাতে সাজিয়ে দিলে
বিকিয়ে দিলে কার হাতে?
কোন্ খেয়ালীর খেলেনা তুই হায়রে।
কোলের 'পরে দুলিস্ কভু
মাটির 'পরে যাস প'ড়ে—
মলিন ধুলা লাগে সকল গায় রে।

আঘাত পেলে বুক ফাটে তোর
চোখের জলে যায় গ'লে,
চোট্ খেয়ে তুই লুটিয়ে পড়িস ভুঁয়ে।

কান্না হাসির দোলা লাগে,
রঙ যা-কিছু যায় চ'টে,
বর্ষাধারায় যায় রে সে যায় ধুয়ে।

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ডাকছে তোরে তোর মাটি,
টানছে আপন স্নেহ-শীতল কোলে।
ঢেউ-এর 'পরে জীবন-ভেলা
এমন সেথা দুল্‌বে না,
ভিড়বেনাকো ভিড়ের হট্টগোলে।

ব্যাঘাত নাহি আঘাত নাহি
খামখেয়ালির নেই খেলা,
নেইকো মরণ-ভয়ের ভীষণ ভ্রূকুটি।
বৃষ্টি-পরশ সরস-দেহে
জাগবে তৃণ হয়তো রে,
একটি ছোট উঠবে কুসুম ফুটি'।

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা
ভুললে তোর চলবে না,
তুই যে মাটি চিরকালের মাটি।
হঠাৎ কারিগরের হাতে
যদি বা রঙ যায় লেগে,
মাটি রে তুই মাটিই তবু খাঁটি।

নমস্কার

জীবন-বিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহো নমস্কার!
লহো এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।

ক্রীতদাস মানবের মৃত্যুপুর হ'তে,
আজি কমণ্ডলু ভরি'
আনিয়াছি স্বেদ ও শোণিত,
—পূত পূজা-বারি।
আনিয়াছি পুঞ্জিত কালিমা
লেপিতে ললাটে তব চন্দন বিহনে,—
পূজা তব আজি বিপরীত।
বিশ্বজোড়া হাহাকারে বাজে আজ নব স্তোত্র তব,
অভিনব স্তুতি,
চিতাগ্নিতে অপরূপ আরতি তোমার,
ভস্মশেষে নৈবেদ্য নূতন।

নশ্বর মৃত্তিকা গেহে,
জর্জর তৃষিত দীন, যত নরনারী,
ধূলির মলিন অঙ্কে ধূলিসম শেষে,
বিদায় লইয়া গেল
গোপনে ফেলিয়া অশ্রুবারি,
তাহাদের সব ব্যথা, সব গ্লানি, জ্বালা, অভিশাপ,
পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা ও ক্রন্দন,
প্রতি ক্ষুদ্র দিবস-রাত্রির ঘৃণিত জীবনযাত্রা,—
কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য কলুষ,
সযতনে করিয়া চয়ন,
এ মোর প্রণামখানি করিনু রচন।
সেই নমস্কার,
তোমারে অর্পিনু আজি হে জীবন-বিধাতা আমার!

বেনামী বন্দর

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়।
মাল বয়ে-বয়ে ঘাল হ'ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।

কূলহীন যত কালাপানি মথি'
লোনা জলে ডুবে নেয়ে,
ডুবো-পাহাড়ের গুঁতো গিলে আর
ঝড়ের ঝাকুনি খেয়ে,
যত হয়রান লবেজান তরী
বরখাস্ত্ হ'ল ভাই,
পাঁজরায় খেয়ে চিড়্,
মহাসাগরের অখ্যাত কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
সেই—অথর্ব ভাঙা জাহাজের ভিড়।

দুনিয়ায় কড়া চৌকিদারি যে ভাই
হুঁশিয়ার সদাগরি,
হালে যার পানি মিলেনাকো আর, তারে
যেতে হবে চুপে সরি'।
কোমরের জোর ক'মে গেল যার ভাই,
ঘুণ ধ'রে গেল কাঠে, আর যার
কল্‌জেটা গেল ফেটে,
জনমের মতো জখম হ'ল যে যুঝে,

সওদাগরের জেটিতে-জেটিতে
খাজাঞ্জিখানা চুঁড়ে,
কোনো দপ্তরে ভাই,
খারিজ তাদের নাম পাবেনাকো খুঁজে!

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙা জাহাজের ভিড়!—
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়ালো অবশেষে,
জৌলস গেল ধুয়ে যার আর
পতাকাও পড়ে নুয়ে;
জোড় গেল খুলে,
ফুটো খোলে আর রইতে যে নাবে ভেসে,
—তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়,
—যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড়!

আমি কবি যত কামারের

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আব ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই!

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত,
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায়।

মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা,
অভ্রংলিহ মিনার-দম্ভ তুলি,
ধরণীর গূঢ় আশার দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি।

জাফ্‌রি কাটানো জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দীপহীন ঘরে আরো নিমীলিত
সে দু'টি আঁখির কোলে,
বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে।
সে মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই,
বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই।

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে-সাগরে,
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায়,
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
—কুঠার ঘায়।
সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই।

সুদূরের আহ্বান

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
চেন কি তাদের ভাই ?
দুই তুরঙ্গ জীবন মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরি বল্গা নাই।

পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির ;
প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির।

বলি তবে ভাই, শোনো তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী,
রক্তে আমার অমনি গতির নেশা,
নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে খুরে
আমি শুনিয়াছি সেই হয়রাজের হ্রেষা।

যে-শোণিতধারা ঘুমায়ে কাটালো পুরুষ চতুর্দশ,
দেখি আজো ভাই লাল তার রঙ, তাজা তার জৌলস।
আজো তার মাঝে শুনি সে প্রথম সাগরের আহ্বান,
করি অনুভব কল্পনাতীত সৃষ্টির উষা হ'তে,
তার জয় অভিযান!

তপতী কুমারী মরু আজ চাহে প্রথম পায়ের ধূলি,
অজানা নদীর উৎস ডাকিছে ঘোমটা আধেক খুলি।
নিসঙ্গ গিরিচূড়া,
তুহিন তুষার-শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।

উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে,
ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে,
গৃহ বেষ্টনে বসি,
কখন প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা-শশী।

সুশীতল ধারা নদীটি বহুক মন্থরে তব তীরে,
গৃহবলিভুক পারাবতগুলি কূজন করুক ঘিরে,
পালিত তরুর ছায়ে থাক ঢাকা তোমাদের গৃহখানি,
স্তোত্র রচিও, যদি পারো তব প্রিয়ার আঁখি রাখানি।
ছোট এই আশা, সুখ,
ঈর্ষা করি না, ঘৃণা নহে ভাই, শুধু নহি উৎসুক।

মনের গ্রন্থি জটিল বড় যে খুলিতে সহে না তর ;
সোহাগের ভাষা কখন শিখি যে নাই মোটে অবসর ,
শুনে কাল হ'ল ভাই,
অরণ্য-পথ গভীর গহন, সাগরের তল নাই

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
আমি যে তাদের চিনি।
দুই তুরঙ্গ তাহাদের রথে, উদ্ধত উদ্দাম,
—শোনো তার শিঞ্জিনী।

মোদের লগ্ন-সপ্তমে ভাই রবির অট্টহাসি,
জন্ম-তারকা হয়ে গেছে ধূমকেতু।
নৌকা মোদের নোঙর জানে না,
শুধু চলে স্রোতে ভাসি—
কেন যে বুঝি না, বুঝিতে চাহি না হেতু।

পথভ্রান্ত

এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুড়িল সূর্যের পানে ভাই
পৃথিবী যাহার নাম ?
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ফেরে
সূর্যেরে অবিরাম।

তারি সন্ততি, আমাদেরও ভাই ব্যর্থ যে সন্ধান,
লক্ষ্য গিয়াছি ভুলি ;
মোদের সকল স্বপনের গায় জানি না কেমন করি'
লেগেছে মলিন ধূলি।

মাটি ও পাথর কাটি' আর কুঁদি' দেবতা গড়িনু ঢের,
মাগিলাম কল্যাণ ,
বেদীমূলে তার তবু শোণিতের দাগ লেগে থাকে ভাই,
—দেবতার অপমান !

কত জীবনের কত সমাধির সমিধ্ লইয়া ভাই,
যে-আলো জ্বালায়ে তুলি ,
দেখি তার জ্যোতি বিফলে মিলায়, নাচে শুধু ভয়াবহ
সর্পিল শিখাগুলি ।

রাখীবন্ধনে বাঁধিব যাহারে, তাহারে পরাই বেড়ি,
—সে মোর আপন ভাই !
জীবন যাহারে ঘিরি' গুঞ্জরে, তারি সুখের আলো
দুই হাতে আগলাই ।

তারকালোকের জেনেছি ছন্দ, সূর্যোদয়ের বাণী,
সৃজিয়াছি ভালোবাসা ,
তবু হিংসার অন্ধ কারায় সভয়ে লালন করি
শুধু বাঁচিবার আশা ।

পথভ্রান্ত দেবতা মোদের, নয়নে অমৃত-ভাতি
হিংস্র নখর হাতে ,
জানি তার বাণী সর্বনাশিনী তবুও চলিতে হবে
তারি মূক ইশারাতে ।

লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন ,
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু তাই
আদি পঙ্কের ঋণ ।

পলি

আর বরষের পথিক-পাখির পায়ের চিহ্নখানি,
নূতন পলিতে ঢাকা পড়িয়াছে জানি,
তোমার মনের চরে ,
জানি কভু ক্ষণতরে,
স্মৃতির জোয়ার সরাবে না আবরণ।
তোমার আকাশে আমার পাখার বিদায় চিরন্তন।

উড়ো মেঘে কবে ছায়া করেছিলো আমার দগ্ধ মরু,
বাড়ালো একটি শাখা মুমূর্ষু তরু ,
আজো তারি পথ চাহি,
জানি বৃথা দিন বাহি ,
স্খলিত পরাগ পুষ্প লবে না তুলি’ ।
বিদ্যুল্লতা ছুঁয়েছে যে তার ভস্ম বাসনাগুলি।

তবুও মনের বাতায়নে মোর রাখিলাম দীপ জ্বালি ,
জীবন নিঙাড়ি’ স্নেহরস তাহে ঢালি
চাহিনাকো সান্ত্বনা,
অশ্রুতে ভিজাবো না,
মনের তৃষিত মরুর দারুণ দাহ।
তব পথ-চাওয়া-দীপ শিখা সনে মোর শেষ উদ্বাহ।

একটি সজল দাগ

তৃতীয় প্রহরে চাঁদ উঠেছিলো নগর-শিখর ছুঁয়ে ;
তুমি তারি মতো মোর 'পরে ছিলে নুয়ে,
কহো নাই কোনো কথা।
বাণীহীন ব্যাকুলতা,
কেঁপেছিলো শুধু নত আঁখি-পল্লবে
কৃশ শশাঙ্ক-লেখা সম যবে দেখা দিল মোর নভে।

সেদিন যে-কথা কহিতে পারোনি, আজ কেন বৃথা মন
তাহারি অর্থ খুঁজে মরে অকারণ।
কেন মিছে ভাবি বসি,
শুধায়েছে যে সরসী
তারি কমলের কি ছিল মর্মকোষে!
প্রভাতী তারার ইশারা খুঁজিতে কেন চাহি এ-প্রদোষে।

জ্যোৎস্নাধারায় আকাশের চোখে আজো যে লেগেছে নেশা,
কুয়াশায় আজ স্মৃতি ও স্বপ্ন মেশা।
থাকে যদি মনে থাক,
একটি সজল দাগ,
হারানো রাতের এক ফোঁটা অশ্রুর।
নূতন আঁখির দ্যুতিতে তোমার স্মৃতি হোক সুমধুর।

মানে

মানুষের মানে চাই—
—গোটা মানুষের মানে!
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত—
গোটা মানুষের মানে চাই।
মানুষ সব-কিছুর মানে খুঁজে হয়রান হ'ল—
এবার চাই মানুষের মানে—নইলে যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না।
এই নিখিল-রচনার অর্থ মানুষের অর্থকে
আশ্রয় ক'রে আছে যে—!
তাই, তোমারও মানে চাই আর আমার।
দূর নীহারিকায় নব নক্ষত্র যে জন্মলাভ করছে
সেই অর্থের ভরসায়।
সে-অর্থ কি মাটিতে লুটিয়ে চলে?
মানুষের মানে কি কাফ্রী-ক্রীতদাস? —হারেমের খোজা?
মানুষের মুখ চেয়ে যে পৃথিবীর এই অক্লান্ত আবর্তন!
তার অর্থ কি হিংস্র নখরাঘাতে সৃষ্টি বিদারণ ক'রে চলে
রক্ত লোলুপতার অভিযানে?
মানুষের মানে কি ল্যাংড়া তৈমুর? —হূন আত্তিলা?
মানুষের মানে কি শুধু বুদ্ধ? —শুধু খ্রীস্ট?
তবু কাফ্রী-ক্রীতদাসও তো মানুষ—
মানবীর গর্ভ হ'তেই তৈমুরের জন্ম, বুদ্ধ খ্রীস্ট দেবতা ছিলেন না।
মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা?
তাই কি মহাকালের পাতায় তার অর্থ কেবলি লেখা আর মোছা চলেছে?

কাঠের সিঁড়ি

চওড়া কাঠের সিঁড়ি গেছে উঠে,
ঘুরে-ঘুরে অনেক উঁচুতে।
ধাপগুলো মোড়া কার্পেটে,
পুরানো নয়,
কিন্তু উজ্জ্বলতাও তার নেই।

সিঁড়ির একটি বাঁকে
টুলের ওপর ব'সে থাকে সশস্ত্র প্রহরী।
বসার ভঙ্গি তার কঠিন,
মুখ নির্বিকার,
যেন পাথরে কোঁদা।

সারাদিন সে থাকে ব'সে,
যে কাঠের সিঁড়ি ওপরে গেছে উঠে
তারই একটি বাঁকে।

সিঁড়ি দিয়ে ক্বচিৎ একটি-আধটি লোক নামে
ভারী গম্ভীর আওয়াজ ক'রে,
ঝলমলে উর্দিপরা
বেয়ারারা নামে ওঠে মাঝে-মাঝে।
শুধু প্রহরী থাকে ব'সে,
আর কাঠের টবে
একটি পামের চারা
তার সবুজ পাখার মতো
পাতা বিছিয়ে থাকে।

বিশাল বাড়ির মোটা দেওয়াল ভেদ ক'রেও
বাইরের আওয়াজ এসে পৌঁছয়।

ট্র্যামের ঘর্ঘর,
আর নগরের অস্পষ্ট গুঞ্জন,
আর রোদের আলো
জানলার পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে
ফিকে হ'য়ে গ'লে আসে।

পোশাকের তলায় প্রহরীর বুক কি
ধুকধুক করে ?
পায়ের চাকার পাখা কি নড়ে ?
বলা যায় না।

যে বিশাল সিঁড়ি আকাশের দিকে
চেয়েছে উঠতে,
তার তলায় তারা ব'সে থাকে ,—
কাঠের টবে পায়ের চাকা
আর কাঠের টুলে
সশস্ত্র প্রহরী।
তবু হতাশ আমি হই না।

জানি,—পায়ের চাকার মধ্যে সংগোপন আছে অবশ্য ,
কাঠের টবে একদিন তাকে ধরবে না।
কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে
স্তব্ধ হ'য়ে ,
একদিন তার স্থাণুত্ব যাবে ঘুচে।
শুধু কাঠের সিঁড়ি
কোনোদিন পৌঁছবে না আকাশে।

বাঘের কপিশ চোখে

বাঘের কপিশ চোখে
আমি দেখি জঙ্গলের ছায়া।
গরাদের ওধারেতে বাঘ
শুয়ে আছে গভীর আলসে,
মাঝে-মাঝে চেয়ে দেখে
অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মতো
দুর্বোধ জগৎ,
—অনেক, অনেক চোখ, অনেক অনেক মুখ
আর তীব্র নরমাংস ঘ্রাণ,
শোনে আর কোলাহল দারুণ দুঃসহ।

দুর্বোধ দৃষ্টিতে তার
আমি দেখি টেরাই-এর জঙ্গলের ছবি!
—উদ্ভিদের নিঃশব্দ সংগ্রাম
নির্লজ্জ ভয়াল,
কাঁটায়-কাঁটায় দ্বন্দ্ব, শিকড়ে-শিকড়ে,
মহীরুহ রুদ্ধশ্বাস লতিকার মৃত্যু-আলিঙ্গনে,
শিশু-তরু পায়নি আকাশ,
তবু নহে কৃপার কাঙালী,
বনস্পতি সাথে যোঝে দয়াহীন মৃত্যুর সংগ্রামে।

কটুগন্ধ বাষ্পভারে মূর্ছিত বাতাস,
আকাশ আচ্ছন্ন পত্রজালে,
তারি মাঝে সঞ্চরণ
নিঃশব্দ বিক্রমে:
সহসা বিদ্যুৎ-গতি, বজ্ররব, তীব্র আর্তনাদ,
নখ-দন্ত আস্ফালন,

—কী উল্লাস নির্লজ্জ হিংসার!
কী মুহূর্ত মৃত্যু-ঝলকিত!
স্বাদ যার ভুলে গেছে বুঝি
গরাদের ওপারেতে বাঘ।

গরাদের ওপারেতে বাঘ
হাই তুলে অকস্মাৎ দেয় গড়াগড়ি ;
কী দুর্বল ভঙ্গিমাটি তার।
জুতোর ফিতেটা গেছে খুলে,
নিচু হয়ে সযতনে বাঁধি।

জানি আমি এতক্ষণে
বাঘের কপিশ চোখে নাই,—
এ-অরণ্য 'টেরাই'-এর নয়।
সেথা হিংসা বর্ণহীন ক্ষুধা
বস্তুর প্রবাহ-চক্রে মৃত্যু শুধু দ্বার।

স্রোতোহীন চেতনায়, গাঢ় গূঢ় অতল সলিলে,
অনেক প্রাচীরে ঘেরা,
অনেক শৃঙ্খলে জোড়া,
নগরের ছায়া গেছে নেমে,
নেমে গেছে অরণ্যে আরেক—
সে-অরণ্যে নব-মৃত্যু মোরা সৃজিয়াছি।

পথ

সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে,—
কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে,
খোরাশান থেকে বাদক্‌শান,
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।
শ্রান্ত উটের পায়ে-পায়ে যেখানে উড়েছে মরুর বালি,
চমরীর খুরে লেগেছে বরফ-গলা কাদা।

বাদক্‌শানের চুনি আর খোটানের নীলার নিষ্ঠুর ঝিলিক দেওয়া,
ভেঙে-পড়া ক্যারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ,
লুব্ধ বণিক আর দুরন্ত দুঃসাহসীর পথ—
লাদকের কস্তুরির গন্ধ যেখানে আজো আছে লেগে পুরানো স্মৃতির মতো।

সেই সব মধুর পথের কথা ভাবি,—
আকাশের প্রচণ্ড সূর্যকে আড়াল-করা
দু-ধারের দীর্ঘ দেয়ালের
শ্যাওলাগন্ধ ছায়ায়-ছায়ায় সংকীর্ণ সর্পিল পথ,
সাপের মতো ঠাণ্ডা পাথরে বাঁধানো।
ভাঙা ধাপ দিয়ে উঠে-যাওয়া,
ঝিলমিল-দেওয়া বাতায়নের নিচে থমকে-থামা,
ধূপের গন্ধে সুরভি, দেবায়তনের দ্বারে ভূমিষ্ঠ-হওয়া পথ।

ভয়ে-ভয়ে স্মরণ করি সে-পথ,—
ঘন ঘাসের বনে, শিকার ও শ্বাপদের নিঃশব্দ সঞ্চরণের 'ঠৌরি',—
যুগযুগান্ত ধ'রে দুর্বল ও ভীত, হিংস্র ও নির্মম পায়ে মাড়ানো।
যে-পথে তৃষ্ণার টানে চলে ভয় চকিত মৃগ,
অন্ধকারে শানিত চোখ চমকায়।

যে-পথ কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত,
দুর্বার তাতার-বাহিনীর অশ্বখুর-বিক্ষত ;
করোটি-কঠিন যে-পথে
তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ।

স্বপ্ন দেখি সে-পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি !

ছাদে যেওনাকো

ছাদে যেওনাকো, সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানাহীন !
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

তার চেয়ে এসো বসি দুজনাতে, জানালা পাশে,
ওধারের ছোট গলিটিরে দেখি,—গ্যাসের আলো
পড়েছে কেমন ফুটপাথটির ধারের ঘাসে,
শুনি নগরের মৃদু গুঞ্জন, লাগিবে ভালো।

তারপরে চাই তোমার নয়নে, তুমিও চেও ;
—ঘরের বাতিটি জালা হয় নাই আধো আঁধার।
যা দেখিব তার বেশি যেন সেথা কি রয়েছেও,
মনে হবে যেন চোখের সাগর, সেও অপার।

যদি খুশি হয়, কাছে স'রে এসো, বাড়ায়ে হাত
হাতটি ধরিও, আর মাথাটিরে হেলায়ে দিও ;
সুবাসিত চুল, সেই হবে মোর গহন রাত,
কপালের টিপে পাবো প্রিয়তম তারকাটিও।

নিকট পৃথিবী ঘিরে থাক, আর যা-কিছু চেনা,
তাই দিয়ে রাখি শূন্য আকাশ আড়াল করি' ;
মুহূর্তগুলি মন্থন করি' উঠে যে ফেনা
তাহারি নেশায় সব সংশয় রবো পাশরি'।

সীমাহীন ধাধা ধু-ধু করে সখি উপরে নিচে,
রচো নীরন্ধ্র গাঢ় চেতনার ক্ষণিক নীড়,
স্বপ্নহরণ মহাকাশ হোথা নিশ্বসিছে,
এই ক্ষণ-সুখ-প্রত্যয় তাই হোক নিবিড়।

ছাদে যেও নাকো সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানাহীন।
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

বিনিদ্র

ঘুমহীন রাত।
পৃথিবীর স্তরে-স্তরে কত ঘুম অগাধ গভীর,
সুমের, মেম্ফিস, উর, নিনেভে, ওফির,
মরুর বালুকালুপ্ত গাঢ় ঘুম
কত নগরীর,
—অন্ধকারে আজো তার ঢেউ।

অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদ
উপবাসী চোখের পাতায়।
হিমেল মেরুর ঘুম তুহিন শীতল,
ডোবা-জাহাজের ঘুম অতল গহন।
—আমি নিদ্রাহীন।

বিস্ফারিত কোটি চোখে আকাশের শানিত জিজ্ঞাসা
করিছে জর্জর।
ধরণীর আশ্বাসের অরণ্য মর্মর
—তাও স্তব্ধ।

চেতনা-সীমান্তে ভীরু স্বপ্নের কুয়াশা
না জাগিতে অমনি মিলায়,
চিন্তা-ব্যগ্র ভাবনার অস্থির সঞ্চারে
সচকিত শশকের মতো।

স্পন্দিত হৃদয়ে
সময়ের পদশব্দ শুনি,
অবিরাম অশ্বখুর-ধ্বনি
কাল-প্রহরীর।

—কত দূর হ'তে আসে
নিভায়ে-নিভায়ে
কত ক্লান্ত সভ্যতার দীপ,
কত পথ মুছে-মুছে,
চির-মৌন হিম রাত্রি বিছায়ে-বিছায়ে,
সৃষ্টির ফসল-তোলা নিঃশেষিত নক্ষত্রের প্রান্তরে-প্রান্তরে।
সে দুঃসহ ধ্বনি হ'তে কোথা পরিত্রাণ?
ঘুম কই?

শস্য-প্রশস্তি

মাঠের শস্য গৃহে এল—
তার স্তোত্র রচনা করো কবি।

মানুষ ও পশু, আনন্দের বোঝার ভারে নত হ'য়ে এল
গৃহে ফিরে,
মরাই বোঝাই হ'ল।
মানুষ আরেকবার মৃত্তিকাকে দোহন করলে,
পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে,
ভারতে, ফ্রান্সে, নীল নদীর তীরে, কানাডায়—

মৃত্তিকা মানুষকে অর্ঘ্য দিলে।
কেউ দিলে মমতায় মাতার মতো আপনা হ'তে,
কেউ অনিচ্ছায় কৃপণের মতো দিলে মানুষের পীড়নে,
সলজ্জ প্রিয়ার মতো কেউ নিজেকে গোপন রেখেছিলো
এতটুকু ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

তবু সব মৃত্তিকাই দান করল ;—
মরুপ্রান্তের নির্মম বালুকা-ভূমি আর উচ্ছলিত-সুধা নদী-কূল-ভূমি,
গিরিবেষ্টিত উপত্যকা আর সমতল প্রান্তর,
কালো ও রাঙা মাটি,
কঠিন ও কোমল,
যুবতী ও বৃদ্ধা।

শস্যের চির-নূতন জাতকের পুনরাবৃত্তি করো কবি।
—সবল পেশী ও শানিত লৌহ-ফলকের মিলিত প্রয়াসে
মৃত্তিকা বিদীর্ণ হ'ল কবে,
ভূগর্ভের অন্ধকারে বীজের কারা বিদীর্ণ ক'রে
কবে শিশু-তরু বাহু বাড়ালো আকাশের সন্ধানে,
কবে মেঘ দিলে বৃষ্টির আশীর্বাদ, সূর্য আলোকের আর উত্তাপের,

মাটি ও আকাশ জীবন-রসের,
কবে ধরণীর লজ্জা দূর হ'ল স্নিগ্ধ শ্যামলতার আবরণে,
আর আবার কবে মানুষ ধরিত্রীকে নিঃস্ব নগ্ন ক'রে রেখে গেল।

মাঠ থেকে শস্য এল গৃহে—ধান্য ও যব, গম ও ভুট্টা, জোয়ারি
মৃত্তিকা ও মেঘ, সূর্য ও বায়ুর মিলন সার্থক হ'ল।

আকাশের আলো স্তিমিত হ'য়ে এল শ্রান্ত মানুষ ও পশুর সঙ্গে
আনন্দের অবসাদে।
সর্বস্ব রিক্ত প্রান্তরের নিঃশব্দ হাহাকারের ওপর
রাত্রি বুলালে অন্ধকারের সান্ত্বনা।
কাল পৃথিবীতে ব্যস্ততা জাগবে, শস্য বহনের আর বিতরণের
আর হায়, লোভের সংগ্রাম।
আজ শান্তি!

মাঠের শস্য গৃহে এল,
এল মানবের শক্তি ও যৌবন,
এল নারীর রূপ ও করুণা,
পুরুষের পৌরুষ,
ভবিষ্যৎ মানব-যাত্রীর পাথেয়।
সমস্ত ভাবীকালের ইতিহাসে, মানবের কীর্তি-কাহিনীর তলায়
অদৃশ্য অক্ষরে
এই শস্যের আগমনী লেখা থাকবে নাকি?

নীল দিন

কত বৃষ্টি হয়ে গেছে,
কত ঝড়, অন্ধকার, মেঘ,
আকাশ কি সব মনে রাখে।
আমারও হৃদয় তাই
সব-কিছু ভুলে গিয়ে
হ'ল আজ সুনীল উৎসব।

তুমি আছো, তুমি আছো,
এ-বিস্ময় সওয়া যায়নাকো,
অরণ্য কাঁপিছে।
মনে-মনে নাম বলি,
আকাশ চুইয়ে পড়ে
গলানো-সোনার মতো রোদ।

গলানো-সোনার মতো
রোদ পড়ে সব ভাবনায় ;
সোনার পাখায়,
গাহন করিতে ওঠে
নীল বাতাসের স্রোতে,
রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক।

এ নীল দিনের শেষে
হয়তো জমিয়া আছে
সূর্য-মোছা মেঘ রাশি-রাশি ;
তবু আজ হৃদয়ের
ভরিয়া নিলাম পাত্র,
এই নীল স্বপ্নের সুধায়।

হৃদয়েরে কত পাকে
স্মরণ জড়ায়ে রাখে,
মরণ শাসায়।
তবু মুহূর্তের ভুল,—
ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু
অন্ধকারে হাসিয়া উঠুক।

শীতল শূন্যতা হ'তে
উল্কা আসে পৃথিবীর
নিষ্করুণ নিশ্বাসে জ্বলিতে
'স্টেপি'র দিগন্তে দেখি
আগু-পিছু তুষারের
মাঝখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হ'তে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায় ;
মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়।

কাল রাত

আমি তো এখানে ব'সে
তোমার স্বপন দেখি,
তুমি কি করিছ, জানিনাকো।
আমি তো মুহূর্ত-স্রোতে চলেছি উজান ঠেলে
যেখানে কাঁপিছে কাল রাত।

তোমার স্বপন দেখি,
সে-স্বপনে তুমি কতটুকু !
একগুচ্ছি চুল,
কানের দুলের পাশে
নেমেছে শিথিল হয়ে
মেদুর মেঘের রাত থেকে।

আর লঘু
অতি লঘু হাসি,
—শব্দ নয় ;
মশলার দ্বীপ থেকে ভেসে-আসা গন্ধ শ্বাস
পলাতক, অপ্সরা-অস্ফুট।

কত যে সাগর আছে ;
কত দূর পৃথিবীর তটে
আছাড়িয়া পড়ে রাত দিন।
আমি জানি তার চেয়ে
উতল সাগর এক,
—তার মাঝে চেতনা বিলীন।

টেবিলেতে স্তূপাকার
কত কাজ কত যে ভাবনা।
পৃথিবী তো মানেনাকো
পৃথিবী তো জানেনাকো
কাল এক রাত এসেছিল।

কাজের কলম চলে ,
আমার হৃদয় চলে
মুহূর্ত-স্রোতের সাথে যুঝে,
যেখানে নিবিড় রাত
যেখানে গহন রাত
কাঁপে কাল
তোমার আমার।

সৌরভ

সমস্ত দিন তোমার সৌরভ আমায় ঘিরে আছে;
ঝলক দিয়ে আসছে আমার মনে,
ভেসে যাচ্ছে আমার মনের আকাশে
শরতের শাদা মেঘের ফেনার মতো।
—কিন্তু স্নিগ্ধ তা করে না,
তোমার সৌরভ!

তুমি কাল মাথা নুইয়ে দিলে
বুকের কাছে,
বললে,—দেখ না গন্ধটা কেমন?
আমি তো তোমার চুলের গন্ধ পেলাম না,
ক্রীম কিংবা লোশনের।

গহন বনের অন্ধকারে—
চকিত মৃগ ঘুরে বেড়ায়,
তারি কস্তুরির সুবাস,
—পেলাম তোমার পরম রহস্যের সৌরভ!
সে-গন্ধ উঠছে আমার বুকের ভেতর থেকে,
উঠছে আমায় নিয়ে—
অকূল শূন্যতায়।

দুঃসহ আমার বেদনা,—
অনেক বন্ধনে জড়ানো
অনেক গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা জীবন
ছিঁড়ে যাওয়ার বেদনা।
তবু বলি,—ছিঁড়ুক।

ছিঁড়ে যাক জীবনের ঘাটে বাঁধা নোঙর।
কূলহীন সমুদ্র,
দিগন্তহীন আকাশ,
তুমি তো আমার সে-ই!

তোমার সৌরভ
আমায় নিয়ে যাক সেই শূন্যতায়,
যেখানে পথ আর কোনো দিকে নেই,
যেখানে পরম নিষ্ফলতার
তীব্র মধুর হতাশা!

ঝড় যেমন ক'রে জানে অরণ্যকে

ঝড় যেমন ক'রে জানে অরণ্যকে
তেমনি ক'রে তোমায় আমি জানি।
দুরন্ত নদীর ধারা যেমন ক'রে দেখে
আকাশের তারা
—সেই আমার দেখা।
স্থির আমি হই না,
আমার জন্যে নয় প্রশান্তির পরিচয়!

কেমন ক'রে আমি বোঝাই আমার ব্যাকুলতা!
বাতি দিয়ে কি হয় বিদ্যুতের ব্যাখ্যা?
সাগরের অর্থ মেলে সরোবরে?

একটা মানে আছে পালিত পশুর চোখে,
আর একটা মানে বন্য শ্বাপদের বুকে ;
বৃথাই এ দুই-এর মিল খোঁজা।
আমি থাকি আমার উদ্দামতায় ;
চেও না আমায় বশ করতে,
সহজ করতে।

কে জানে হয়তো আমার জানাই
সত্যকারের জানা।
দুলে না উঠলে আকাশের বুঝি
মানে হয় না,
পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে সত্য করতে হয়।

তুমি আমার আকাশ,
—আমার দুরন্ত স্রোতে কম্পমান
তোমার পরিচয়।
তুমি আমার অরণ্য!
আমার ঝঞ্ঝাবেগের
প্রশ্রয় ও প্রতিবিম্ব!

জাহাজের ডাক

শুনি জাহাজের ডাক
সুদূর বন্দরে,
ডাকে সারা রাত।
সাড়া কেউ দেয় না তো
ওরা তো ঘুমায়, তবে,
তুমি, আমি কেন বা অস্থির!

এখনো অনেক দেশ,
জানি, পদচিহ্নহীন
দুঃসাহসী নাবিকের লাগি';
অনেক প্রবাল-দ্বীপ
নারিকেল-গ্রীবা তুলি'
দিগ্বলয়ে নয়ন বুলায়।

তবু, আর কতকাল
স্বর্ণ-মৃগ সম করি
পলাতক দিগন্ত-শিকার!
হৃদয় কুলায় চায়;
পাহাড়ের মতো ধ্রুব
চায় মন সীমান্ত-নির্ণয়।

[illegible] সাগর-পাখি,
তারও ডানা বুজে এল
সুদুর্গম শৈলচূড়া-নীড়ে।
এ তরণী কোনোদিন
গভীর শিকড় মেলি
আবার হবে না ফিরে তরু?

জাঁনালা রুধিয়া দাও,

জাহাজ ডাকিয়া যাক

সুদূর বন্দরে।

দিগন্ত-পিপাসা যদি

কিছুতে না মেটে, তবে,

এসো খুঁজি দু'জনার চোখে।

সম্রাট

সমবায় সমিতির সদস্য,

বিরাট যৌথ কারবারের ভগ্নাংশের অংশীদার।

লাভের অংশ মেলে, আর ঘোচে দুভাবনা।

সমবায়ে সুখ আছে আর আছে শান্তি,

যত পাবো গড়ো সমবায় সমিতি সুতরাং!

কিন্তু সাম্রাজ্যও যে চাই আমার

তোমাব আমার সকলের চাই সাম্রাজ্য।

শুধু সদস্য আমরা নই, আমরা যে সম্রাট।

শুধু লভ্যাংশে মন ভরে না, চাই সাম্রাজ্য।

বিধাতাব সাথে সেই তো আমাদের চুক্তি।

একচ্ছত্র অধীশ্বব আমার সাম্রাজ্যের—

সে-সিংহাসন থেকে আমায় চেও না হটাতে,

সমবায় সমিতি সেখানে যেন না দেয় হানা,

তা হ'লেই বাধবে কুরুক্ষেত্র।

এখনো কুরুবর্ষ আছে প'ড়ে—অজেয় আত্মার অরণ্য পর্বত!

বেড়া দিয়ে তাকে জরিপ করা যায় না,

সমিতির শাসন মানে না সে সীমাহীন স্টেপি,
বশ মানে না তার বন্য ঘোড়া!
সেখান থেকে শক হূন তাতারের বন্যা আবার আসবে নেমে,
ধুয়ে যাবে নগর, ভেসে যাবে সভ্যতা,
সমিতি আমার সাম্রাজ্য যদি না মানে।

তামাশা

তামাশাটা রেখো মনে,
ইলেকট্রনের মরীচিকার এই তামাশা।
মেঘের রঙিন পাড় বুনেছে পড়ন্ত রোদ,
আর মাটির তরঙ্গ গিয়ে মিশেছে নীল দিগন্তে।
রাতের বৃষ্টি-ভেজা শহরে,
পথের খোদলে-খোদলে গ্যাসের আলো আছে জ'মে,
পিচের ওপর যাচ্ছে পিছ্‌লে।

ভালো লাগল বুঝি,
ভালো লাগল আকাশের তারা আর ঘাসের ফুল
আর তার চোখের সেই দীর্ঘ পল্লব
ঘন মেঘের মতো যা রহস্য-ছায়া ফেলে
অতল তার চোখের হ্রদে।

কবে দেখেছ অসহায় শিশুর মুখ
পথের ধারে,
কবে, নিঃসঙ্গ বিনিদ্র রাতে,
সান্ত্বনাহীন সেই কান্না কেঁদেছ, আত্মার পরাভবে,
শুধু যৌবন যা কাঁদতে পারে;

জেনেছ কোনোদিন
অতর্কিতে মৃত্যুর অসীম অতল হতাশা,
অর্থহীনতায় ভয়ংকর ,
এ সবই তোমার ভ্রান্তি শুধু
তোমার মরীচিকা।

বিধাতা ভাবেন ইলেকট্রনের গণিতে।
ছায়াপথ ছাড়িয়ে
অসীম আকাশ জুড়ে
নীহারিকাপুঞ্জে তাঁর অঙ্কের খেলা।
পথের ধারে
বেড়ায় ঘেরা বিদেশী গাছ
যেদিন চমকে দেবে হঠাৎ পুষ্পিত আহ্বানে,
আর সাপ হবে যেদিন
তার কালো চুলে সমস্ত চেতনা ঢেকে দিতে,
ভুলো না সেদিন ইলেকট্রনের এই তামাশা।

তুমি ভালোবাসো আর কাঁদো
আর নিরুত্তর আকাশে পাঠাও
আত্মার নিরুদ্দেশ জিজ্ঞাসা ,
বিধাতা ভাবেন শুধু ইলেকট্রনের গণিতে
নির্বিকার নির্ভুল অঙ্কের হিসাবে।
মনে রেখো ইলেকট্রনের তামাশা।

কিন্তু কেনই বা মনে রাখবো ?
আকাশে থাকুক জটিল দেশ-কাল-জড়ানো জ্যামিতি,
সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকাটি ,

আত্মার খাঁক

সমস্ত অঙ্কের এ-পিঠে

মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ,

নেশার রঙে টলমল

এই মুহূর্ত-বুদ্বুদ,

জন্ম, মৃত্যু, প্রেম,

আনন্দ, বেদনা আর নিষ্ফল এই আত্মার আকুতি।

জানি, এ-পিঠে নেইকো কোনো মানে।

তবু কি হবে তলিয়ে দেখে

এই তামাশা!

নীলকণ্ঠ

হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, দক্ষিণ সমুদ্রের কোনো দ্বীপপুঞ্জে।

তবু চিনি ঘাসের ঘাগরা-পরা ছায়াবরন তার সুন্দরীদের,

—বিদেশী টহলদারের ক্যামেরা-কলুষিত চোখে নয়।

দেখেছি তাদের ঘাসের ঘাগরায় নাচের ঢেউ-এর হিল্লোল,

নোনা হাওয়ার দমকে-দমকে যেমন নারকেল-বনের দোলা।

মোহিনী পলিনেসিয়া।

মহাসাগরে ছড়ানো

ভেঙে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া কোন সুদূর সভ্যতার নাকি ভগ্নাংশ।

আমি জানি,

সমুদ্রের ঔরসে

প্রবাল-দ্বীপের গর্ভে তার জন্ম।

সূর্যের ঔরসে

মহারণ্যের গর্ভে যার জন্ম,

আঁধারবরন সেই আফ্রিকাকেও জানি,

—শৌখিন শিকারী আর পণ্ডিত-পর্যটকের চোখে নয়।

অরণ্য-চোঁয়ানো ঝাপসা আলোয়,
কি, দিগন্ত-ছোঁয়া ফেল্ট-এর চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতায়
উদ্দাম আঁধারবরন আফ্রিকা!
কণ্ঠে তার দুরন্ত আরণ্য উল্লাস
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই।
কালো চামড়ার ছোঁয়াচ বাঁচাতে
কালো মনের ছোঁয়াচে রোগে জর্জর
মার্কিন ক্লীবের প্রলাপ-প্রতিধ্বনি নয়।
রাত্রি-নিবিড়, অরণ্য গহন আফ্রিকার
রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ,
—হে ইডি, হাইডি, হা-ই।

হে-ইডি, হাইডি, হা ই।
অরণ্য ডাকে ওই,—যাই।
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার,
চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই।
—হে-ইডি, হাইডি, হা ই।
বন-পথে বিভীষিকা, বিঘ্ন,
আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ।
কাপুরুষ সিংহ তো মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই।
হে-ইডি, হাইডি, হা ই।

মেয়েদের চোখ আজ চকচকে ধারালো,
নেচে নেচে ঢেউ-তোলা, নাচের নেশায় দোলা
মিশ্‌কালো অঙ্গে কি চেক্‌নাই।
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হ'য়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই।
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই।

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,

ঘাসের ঘাগরায় দুরন্ত সমুদ্র-দোলা?

কেমন ক'রে থাকবে?

আমাদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,

সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ায়।

আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু।

আছে শুধু স্তিমিত হ'য়ে নিভে যাওয়া,

—ফ্যাকাশে রুগ্ন তাই সভ্যতা।

সভ্যতাকে সুস্থ করো, করো সার্থক।

আনো তীব্র, তপ্ত, ঝাঁঝালো মৃত্যুর স্বাদ,

সূর্য আর সমুদ্রের ঔরসে

যাদের জন্ম,

মৃত্যু-মাতাল তাদের রক্তের বিনিময়।

ভরাট-করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ-করা অরণ্যের জগতে

কি লাভ গ'ড়ে কৃমি কীটের সভ্যতা,

লালন ক'রে স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু

কচ্ছপের মতো?

অ্যামিবারও তো মৃত্যু নেই।

মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার

আর

শিব নীলকণ্ঠ।

পলাতক

বজ্রগর্ভ মেঘ এক কাল রাত্রে এসেছিলো নগরের 'পরে,
ক্ষিপ্ত দানবের মতো ঘুরে-ঘুরে কারে যেন করিল সন্ধান।
রুদ্ধশ্বাস নগরের দীপগুলি গেল নিভে সভয়ে কম্পিত,
বিছানায় জেগে ব'সে শুনিলাম ফুকারিছে যেন কার নাম।

অন্ধকার চূর্ণ ক'রে বজ্রাগ্নি জ্বালিল কত, ব্যর্থকাম তবু
ফিরে গেল অবশেষে, শেষ অভিশাপ রেখে অশান্ত তুফানে।
ঘুম আর এলনাকো, ঝটিকার আস্ফালনে সারা নিশি ভোর
সমস্ত আকাশে যেন মুহুর্মুহু উচ্চারিত সেই এক নাম।

সে নাম শুনিনি কভু, তবু যেন মনে হয়, নয় সে অচেনা
এই নগরের পথে তারে যেন কোনোদিন দেখেছি কোথাও।
কোন স্বর্গ-বঞ্চনার পাতকে সে পলাতক দেবরোষ হ'তে,
বজ্রগর্ভ মেঘ কাল শঙ্কিত নগরে যার হেঁকে গেল নাম।

ভৌগোলিক

হিমালয় নাম মাত্র,
আমাদের সমুদ্র কোথায়?
টিমটিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা,
—তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।

দিগন্ত বিস্তৃত স্বপ্ন আছে বটে সমতল সবুজ খেতের,
কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেল ম'জে হেজে:
একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।

উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর,
মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া-তরণীর,
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায়।

ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যত পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে,
তবু জেনো আরো এক মৃত্যু-দীপ্ত মানে
ছিলো এই ভূখণ্ডের,
—ছিলো সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে।
সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই,
আমাদের সীমা হ'ল
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই।

কাক ডাকে

খাঁখাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর ;
আকাশ উপুড় ক'রে ঢেলে-দেওয়া
অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ককণ্ঠ কাক !
গান নয়, স্বর নয়,
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা—কিছু নয়,
—সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

মানুষের কথা বুঝি শুনেছি সকলই,
মনের অরণ্যে যত হাওয়া তোলে
কথার মর্মর,
—বেদনা ও ভালোবাসা
উদ্দীপনা, আশা ও আক্রোশ,
জেনেছি সমস্ত দোলা।
সব ঝড় পার হ'যে, আছে এক
শব্দের নীলিমা,
অন্তহীন, নিষ্কম্প, নির্মল।

কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত দুপুর
কাক ডাকে, শুনি।
বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে
অকস্মাৎ খুলে যায় আশ্চর্য কবাট।
কাক ডাকে, আর,

সে-শব্দের ধূধু-করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো।

আবার বিকেল হবে,
রোদ যাবে প'ড়ে,
মানুষ মুখর হবে
মাঠে আর ঘরে।
বোঝাপড়া লেনদেন
প্রত্যহের প্রসঙ্গ প্রচুর
মন জুড়ে রবে।
ক্ষণে-ক্ষণে তবু সব সুর
কেটে দিতে পারে এক কাক-ডাকা গহন দুপুর।
সমস্ত অর্থের গ্রন্থি ধীরে-ধীরে খুলে,
প্রত্যহের ভাষা তার সব ভার ভুলে,
উত্তরিতে পারে এক নিষ্কম্প নিথর
নভোনীল অপার বিস্ময়ে!

ইঁদুরেরা

ইঁদুরেরা সারারাত
অন্ধকারে চরে।
ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটা আর রুদ্ধশ্বাস থামা,
দুরুদুরু বুক নিয়ে বিস্ফারিত চাওয়া—
ইতস্তত বিতাড়িত যেন সব
ছোট ছোট হীন তুচ্ছ ভয়,
জীবনের সুরে গাঁথা, তবু মৃত্যুময়।

সারারাত অন্ধকারে
শুনি তারা করে খুট্‌খাট্
দুর্বল লোভের গ্রাসে লুঠ করে
ভাঁড়ার ও মাঠ,
তারপর কণা-কণা রাত্রি মুখে ক'রে
ফিরে যায় আপন বিবরে।

কোন এক আদি যুগে আশ্চর্য সকাল
হঠাৎ ছড়িয়ে দিয়ে রোদমাখা উৎসুক দিগন্ত,
এদেরো তো দিয়েছিলো ডাক!
পাখিদের ঝাঁক
সহসা ডানার শব্দে সচকিত করেছে প্রান্তর;
একবার চোখ তুলে ভীত ত্রস্ত পায়ে,
এরা ফের খুঁজেছে বিবর।

রাত্রির সঞ্চয় নিয়ে
এই সব শঙ্কাতুর আবছায়া মন
শুধু প্রাণ-দ্রোহ করে সুগভীর আঁধারে লালন।
দিনের তপস্যা হ'তে যত বাড়ে উজ্জ্বল প্রহর
ভরাট হয় না তবু জীবনের আদিম বিবর।

ইস্পাত

খনির গভীর গর্ভে
চাপ-চাপ অন্ধকার কেটে,
তুলে নিয়ে এসে যদি
জ্বালো এক প্রচণ্ড আগুন,
বিশাল ফুটন্ত পাত্রে
জ্বাল দাও দীর্ঘ রাত্রিদিন—
দুঃসহ সে অগ্নি-পরীক্ষায়
দেখা দিতে পারে এক মৃত্তিকার ঘুমন্ত বিস্ময়।

সব মলা, সব গাদ, তারপর বাদ দিলে ছেঁকে,
অনেক চোলাই হ'লে অনেক ঢালাই
মেলে এক পবিশুদ্ধ কঠিন বিদ্যুৎ,
—নীলাভ ইস্পাত।

গ'ড়ে-পিটে সে-ইস্পাত
হ'তে পারে খব তববাব
আগুন ও হিমে সেঁকে ধুয়ে,
আব বুঝি খাদ দিযে কিছু
—কিছু ছাই, কিছু স্বপ্ন,
আর সেই একান্ত গোপন
আত্মা-সহচর নীল তারাটিব গভীব প্রত্যয।

উলঙ্গ উৎসুক
ঝলসিত সুতীক্ষ্ণ নির্মল—
কোনো খাপে এই অসি যাযনাকো ভরা
শত্রুর শোণিতে কভু না হয় রঞ্জিত।

রাজার কুমার বৃথা
এই অসি খোঁজে তেপান্তরে,
সদাগর ঘুরে মরে বন্দরে-বন্দরে
সপ্ত ডিঙা নিয়ে।
এ-কৃপাণ যায় না তো কেনা।
তারা বুঝি এখনো জানে না
এ-অসির কঠোর কড়ার।

শুধু যারা একাধারে
আগুন ও পৃথিবীর কন্দরের অন্ধকার চেনে,
জানে দোলা মরু থেকে মেরুর তুষারে,
তারা কেউ-কেউ
পেয়ে যেতে পারে এই আশ্চর্য ইস্পাত।

এই তরবার যার হাতে ঝলসায়,
ঘুম তার কেটে যায় সারা জীবনের,
ঘুচে যায় সমস্ত বিশ্রাম।
মৃত্যু ও রাত্রির দুর্গ যেখানে যেথায়,
খুঁজে খুঁজে নিয়ে,
অবিরাম অবরোধে আপনারে নিঃশেষে আহুতি
—এই তার নির্মম নিয়তি।

ফেরারী ফৌজ

নীলনদীতট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা,
সুমের, আক্কাড আর গাঢ় পীত হোয়াংহোর তীরে,
বার-বার নানা শতাব্দীর
আকাশ উঠেছে জ্ব'লে, ঝলসিত যাদের উষ্ণীষে,
সেই সব সেনাদের
চিনি, আমি চিনি ,
—সূর্যসেনা তারা,
রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো
সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারী।

মাঝরাতে একদিন
বিছানায় জেগে উঠে বসে,
সচকিত হ'য়ে তারা
শুনেছে কোথায় শিঙা বাজে,
সাজো সাজো, ডাকে কোন অলক্ষ্য আদেশ।

জনে-জনে যুগে-যুগে
বার হ'য়ে এসেছে উঠানে,
আগামী দিনের সূর্য দেখেছে আঁধারে
গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে সারা আকাশে ছড়ানো।

সহসা জেনেছে তারা,
এই সব সূর্য-কণা তিল-তিল ক'রে
ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে কালের দিগন্তে,
রাত্রির শাসন-ভাঙা
ভয়ংকর চক্রান্তের গুপ্তচর রূপে।

এক-একটি সূর্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে,
দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার
দুর্গম যুগান্ত-মরু পার হবে ব'লে
তারা সব হয়েছে বাহির।

সুদূর সীমান্ত হায়
তারপর স'রে গেছে প্রতি পায়ে-পায়ে ;
গাঢ় কুজ্ঝটিকা এসে
মুছে দিয়ে গেছে সব পথ ;
ভয়ের তুফান-তোলা রাত্রির ভ্রুকুটি
হেনেছে হিংসার বজ্র।
দিগ্বিদিক-ভোলানো আঁধারে
কে কোথায় গিয়েছে হারিয়ে।

রাত্রির সাম্রাজ্য তাই এখনো অটুট !
ছড়ানো সূর্যের কণা
জড়ো ক'রে যারা
জ্বালাবে নতুন দিন,
তারা আজো পলাতক,
দলছাড়া ঘুরে ফেরে দেশে আর কালে।

তবু সূর্য-কণা বুঝি হারাবার নয়।
থেকে-থেকে জ্ব'লে ওঠে শানিত বিদ্যুৎ
কত ম্লান শতাব্দীর প্রহর ধাঁধিয়ে
কোথা কোন লুকানো কৃপাণে
ফেরারী সেনার।

এখনো ফেরারী কেন ?
ফেরো সব পলাতক সেনা।
সাত সাগরের তীরে
ফৌজদার হেঁকে যায় শোনো,
আনো সব সূর্য-কণা
রাত্রি মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে।
—এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হ'ল ফেরারী ফৌজের।

সুড়ঙ্গ

রেলের আঁধার সুড়ঙ্গটা
ঝাঁপিয়ে এল হঠাৎ,
আদিমকালের হিংস্রলোলুপ বিভীষিকার মতো।
মুছলো আকাশ, মুছলো আলো
এক নিমেষে ডুবিয়ে দিলো
কোন পাহাড়ের গহন বুকের ভেতর।

অন্ধকারের নিরেট দেয়াল,
জলের ঝিরিঝিরি,
না দেখা সব চাকার ঘরঘরানি,
সব ছাড়িয়ে তলিয়ে গেলাম
কালো কঠিন পাতাল চেতনায়।

চিনি তো জল, আকাশ, মাটি
মরণ-ভীরু রৌদ্রপায়ী জানি প্রাণের লীলা,
হঠাৎ যেন এ-সব চেনার অতীত
গিরির গহন হৃদয় থেকে

উৎসারিত নিকষ কালো কোমল বিকিরণে
পেলাম আরেক দিশা।

একটুখানি সবুজ প্রলেপ,
একটুখানি সুনীল জলের দোলা,
উঁচু ঢিবির ক'টা শুধু তুষার-শাদা চুড়ো,
তারই মাঝে মৃত্যু-নিষেধ গণ্ডী-টানা খাতে
দিগ্বিদিকে হন্যে হ'যে
হাতড়ে-ফেরা ব্যাকুল জীবনধারা—
হে ধরণী তোমায় শুধু ওইটুকুতেই জানি।
জানিনা তো তারই অন্তরালে
গূঢ় গভীর বিরাট হৃদয় জুড়ে
কি যে শপথ লালন করো,
বহ্নি তরল, লৌহ কঠিন তবু।

সূর্যে তোমার নিষ্ঠা অটুট,
আকাশে তাই বাতিল করো ছুটি,
আত্মা তোমার তবু জানি
আরেক তপোমগন।

তারা হ'যে জ্বলবেনাকো
সূর্য হ'য়ে পালবেনাকো গ্রহ,
কোটি আলোক বর্ষ দূরে
দীপ্তি তোমার পৌছবে না কভু।
মহাকাশের ধুলোর কণা—
হে ধরণী ধেয়াও তুমি
সে কোন শীতল সৃষ্টিছাড়া শিখা।

আপন বুকের কঠিন তপের তাপে
জড়ের প্রান্তে ছোঁয়াও প্রাণের জাদু,
প্রাণের আধার ভেঙে-ভেঙে
নতুন ছাঁচে গড়ো বারংবার
তৃপ্তিবিহীন কত না কল্পান্ত,
সেই অপরূপ পরম শিখার লাগি—
সর্ব-তিমির-বিদাব যাহা
আলোর চেয়ে নিবিড় গাঢ় গূঢ়
চেতনা-বর্তিকা।

মহাকালের পলকপড়া
আমাদের এই ক্ষণিক ইতিবৃত্তে,
সেই তপস্যা হ'তে,
একটি দুটি স্ফুলিঙ্গ কি ছিটকে এসে পড়ে?
উদ্ভাসিত সৃষ্টি হঠাৎ
চমকে উঠে থাকে স্পন্দমান।
জরা-মরণ-জর্জরিত,
রক্তলোলুপ দন্তে নখে
হানাহানির উদ্বেলিত জীবন-সীমা থেকে
তোমার শপথ নিমেষ তরে
বুঝিবা টের পেয়ে
আশাতে বুক বাঁধি।

আলোয় যাহা পেয়েও হারাই,
আজ সুড়ঙ্গ-পথে
সেই শপথের ছোঁয়ায় যেন
গভীর আমার মনে
অয়স্কঠিন ব্রত কোনো, জন্ম নিতে চায়।

জনৈক

নাম তার জানিনাকো,
শুধু জানি ধরণীর ধূলিম্লান আশার প্রতীক
আছে এক করুণ পথিক,
—যুগে-যুগে সব যুদ্ধে হেরে-ফিরে-আসা
ক্লান্ত পদাতিক।

সব জনতার মাঝে বুঝি মিশে থাকে,
ছিলো চিরকাল,
তবু তারে কারো মনে নাই।
অমরত্ব-লোভী কোনো ফারাও-এর মৃত্যু-সমারোহ
সেও ব'য়ে নিয়ে গেছে অগণন বাহকের সাথে
গির্জে না মেতুমে,
মুহূর্তের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে তপ্ত বালুকায়
জনারণ্যে গিয়েছে হারিয়ে।

শ্রাবস্তীর জেতবনে
সুগতের মহা উপস্থানে
সেও বুঝি কোনোদিন দূর হ'তে করেছে প্রণাম,
হয়েছে সিঞ্চিত
প্রসন্ন সে-নয়নের করুণা কিরণে।

গ্যালিলির হ্রদের কিনারে
শুনেছে সুসমাচার বিস্মিত বিহ্বল,
তারপর সেও বুঝি মানব-পুত্রেরে
বিকায়ে দিয়েছে শুধু এক মুষ্টি স্বর্ণ-বিনিময়ে
আঁধারের পূজারীর কাছে।

বাস্তিলের চূর্ণ ভিত্তিমূলে
তারও বুঝি আছে পদাঘাত,
তারও ক্ষমাহীন ঘৃণা
গিলোটিন করেছে শানিত,
তারপর সীমাহীন স্টেপির তুষারে
দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সূর্যাস্ত-সংকেত
এঁকে দিয়ে গেছে নিজ হৃদয়-শোণিতে।

ইতিহাসে নিরন্তর
চিহ্নহীন তার পদধ্বনি
বেজে-বেজে চলে,
বিপ্লব আবর্ত ছন্দে
কভু দ্রুত, কভু বা মন্থর
দুর্বিসহ জীবনের ভারে।

হিংসার ঝটিকা ওঠে,
ঢল নামে ভীতি আর মূঢ় বিদ্বেষের।
মৃত্যুবাহ দুর্ভিক্ষ ও মড়কের
দিগ্বিদিক ঢেকে দেওয়া শকুন ডানার
ছায়া পড়ে গাঢ় হ'য়ে,
ক্ষীণ তার পদশব্দ
জীবনের সমস্ত কল্লোলে
তবু মিশে থাকে।

তারই সাথে সেদিন সহসা
দেখা হ'য়ে গেল যেন পথের কিনারে।
নগর উৎসবে মত্ত,

কল্লোলিত জনতার স্রোত
পথ দিয়ে ব'য়ে যায় দুরন্ত উল্লাসে;
নিশান উড়িছে ঊর্ধ্বে
শঙ্কাহীন স্বপনের মতো।
এরই মাঝে জানি না কখন
দাঁড়ায়েছে এসে পাশে।
ম্লান কণ্ঠে শুধায়েছে
ঠিকানা কোন সে বুঝি অখ্যাত গলির,
— সেথায় সে যেতে চায়, জানেনাকো পথ।
হেলাভরে দিইনি উত্তর
কিছুক্ষণ পরে দেখি সে গিয়েছে মিশে জনতায়।
ফিরেছি উৎসব হ'তে উদ্দীপ্ত হৃদয়ে
তবু যেন থেকে-থেকে কি এক বিষাদ
ছুঁয়ে যায় মন,
ভোলা যেন যায়নাকো নাম এক অচেনা গলির ,
আজো যার পাইনি ঠিকানা।

আদ্যিকালের বুড়ি

এক যে ছিলো অ্যামিবা,
আদ্যিকালের বুড়ি,
রোগ ছিলো তার খাই-খাই, আর
কিসের সুড়সুড়ি,
—কিসের কে জানে।

নেইকো মরণ হতভাগীর
নেইকো কোথাও কেউ,

ভেতরে তার ধুক্‌ধুকুনি,
বাইরে জলের ঢেউ।

মনের দুঃখে দু'খান হ'ল,
লাগলো আবার জোড়া,
যোগ-বিয়োগের খেলায় ভাবে,
পাবে রোগের গোড়া।

কালে-কালে কতই হ'ল,
সেই অ্যামিবা মানুষ হ'ল,
সবার বাড়া গাল জানে না,
তবু ওড়ায় ঘুড়ি,
কেমন ক'রে সারবে যে তার
আদিম সুড়সুড়ি।

চোখ গজালো, কান গজালো,
আরো কত কি,
দিগ্‌গজেরা বলে সব-ই
ভস্মে ঢালা ঘি।
—কিছু হয় না মানে।

পাখি

কত পাখি উড়ে চ'লে যায়।

সেই পাখি কখনো আবার
আসবে কি ফিরে—
গ্রীষ্মের দুপুর এক দিগন্ত বিস্তৃত
পুড়ে-যাওয়া প্রান্তরের
তপ্ত তৃষা নিয়ে
যার ডাকে পেয়েছিলো ছায়া।
—ক'টি ফোঁটা ঘুম যেন
নিশুতি রাতের
ঝরেছিলো শুষ্কতালু মধ্যাহ্নের 'পরে।

অনেক পুষেছি পাখি
অনেক খাঁচায়।

ছাদে ঢাকা যত ঘর
যত না দেওয়াল
দিগন্ত আড়াল-করা,
তত খাঁচা তত পোষা পাখি।
তারা শুধু নয় ফাঁকি,
কুচিকুচি নীলাকাশ
তারাই আমার,
তারাই গহন দূর বন।
তবু মন
না মানে সান্ত্বনা।

ধুধু করে চারিদিকে দিগন্ত মরুর

চেয়ে-চেয়ে ভাবি শুধু
সেই পাখি আজো কত দূর!

কোনোদিন কোনো জালে
পড়েনি সে ধরা
খাঁচায় যায় না তারে ভরা।
অকস্মাৎ কোনোদিন
উড়ে এসে বসে আলিসায়
স্নিগ্ধ চোখে চায়
কণ্ঠে তার কাঁপে কোন সুর,
অসীম দুপুর
হঠাৎ স্তিমিত হ'য়ে আসে
বটের ছায়ায় ঘেরা
জলের ধারের ভিজে ঘাসে।
সে শুধু আকাশ নয়,
নয় শুধু বন
নয় শুধু বিফল স্বপন।
ভাবী সূর্য হ'তে ছেঁড়া
কোন এক ভয়ছাঁকা রোমাঞ্চিত রাত
—জীবনের আশ্চর্য সাক্ষাৎ।

প্রেতায়িত

প্রেতের মতন এক ধূসর বিষাদ
এইখানে থাকে,
এই নদীতীর থেকে ওপারের ধুধু-করা দিক-ছোঁয়া মাঠে
হারানো গ্রামের কোনো ভেঙে-পড়া মন্দিরের ত্রিশূল-চূড়ায়
আপনাকে মেলে দিয়ে কখনো-কখনো,
ধোঁয়াটে কুয়াশা গায়ে মাখে।

সমস্ত দুপুর ধ'রে
একা-একা ঘাটের কিনারে,
ঝাঁকড়া অশথ গাছে একটি কি দুটি পাতা নাড়ে,
দু'একটা উদাস ভাবনা
হঠাৎ ভাসিয়ে দেয়
ঘুরে-ঘুরে খ'সে-পড়া শুকনো পাতায়।
কখনো বা স্তব্ধ হ'যে শোনে,
ঘুঘু নয়, কে গোঙায়
ধরণীর মনে।

যদি কোনোদিন ভুলে বোসো এসে ঘাটের ওপর
কোনো সন্ধ্যাবেলা,
তোমার হৃদয় নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না একেলা।
তোমার জীবন ঘিরে যদি কারো নাম
দিগন্তের মতো জাগে নিরুদ্দেশ তবু অবিরাম,
তার কোনোদিনকার চেপে-রাখা একটি নিশ্বাস
হয়তো লুকিয়ে এনে ছেড়ে দেবে অকস্মাৎ
ঝিরিঝিরি অশথের পাতা-কাঁপা কোমল আঁধারে।

অথবা ওপার থেকে
একটি করুণ তারা তুলে
গ'ড়ে দেবে যেন তার মুখ,
—এই তার দুর্বোধ কৌতুক!

একবার ছোঁয়া যদি লাগে সে ভৌতিক,
তারপর হৃদয়ের কোথা কাল, কোথা দেশ, দিক!

কথা

তারপরও কথা থাকে,
বৃষ্টি হ'য়ে গেলে পর
ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসের মাটি-মাখা গন্ধের মতন
আবছায়া মেঘ-মেঘ কথা,
কে জানে তা কথা কিংবা
কেঁপে-ওঠা রঙিন স্তব্ধতা।

সে-কথা হবে না বলা তাকে,
শুধু প্রাণ-ধারণের প্রতিজ্ঞা ও প্রয়াসের ফাঁকে-ফাঁকে
অবাক হৃদয়
আপনার সঙ্গে একা-একা
সেই সব কুয়াশার মতো কথা কয়।

অনেক আশ্চর্য কথা হয়তো বলেছি তাঁর কানে।
হৃদয়ের কতটুকু মানে
তবু সে-কথায় ধরে!

তুষারের মতো যায় ঝ'রে
সব কথা কোনো এক উত্তুঙ্গ শিখরে
আবেগের।
হাত দিয়ে হাত ছুঁই,
কথা দিয়ে মন হাতড়াই,
তবু কারে কতটুকু পাই।

সব কথা হেরে গেলে
তাই এক দীর্ঘশ্বাস বয়,
বুঝি ভুলে কেঁপে ওঠে
একবার নির্লিপ্ত সময়।

তারপর জীবনের ফাটলে-ফাটলে
কুয়াশা জড়ায়,
কুয়াশার মতো কথা হৃদয়ের দিগন্তে ছড়ায়।

প্রাচীন পদ্ধতি কোনো

প্রাচীন পদ্ধতি কোনো
হৃদয়ের আষ্টেপৃষ্ঠে ফাঁস দিয়ে
রাখে সারাদিন।

শুধু একবার
যখন অনেক রাত
ঝিমঝিম ঝিঁঝিতে ঝাঁঝরা,

জানালায় বৃষ্টি এসে টোকা দিয়ে ডাকে,
খিল খুলে রোয়াকে দাঁড়াই,
তারাদের হাঁপ-ধরা হাওয়া বয়
শুনি সাঁইসাঁই।
হয়তো তখন,
দূরের বিদ্যুতে-কাঁপা ভিজে অন্ধকার হয়
ঠিক যেন তাকে মনে-পড়ার মতন।

৮

প্রাচীন পদ্ধতি কোনো!
সে-পদ্ধতি কত বা প্রাচীন?
আমার বুকের এই ধুক্‌ধুক্‌ ঢের পুরানো যে!
আদিম সাগর থেকে ধার-করা নোনা রক্ত
পুরানো তো আরো।

সে-রক্ত কি ঘড়ি ধ'রে ঠিক
হৃদয়ে জোগান দেবে রোজ শুধু নিয়ম মাফিক!
সাগরের সব ঋণ শোধ ক'রে তার
নেই আর চাঁদ-ধরা একটা জোয়ার?
একটি কি নেই তার পাখি,
সুবিশাল শাদা ডানা মেলে
সময়ের সীমান্ত যে পার হ'তে সাহসী একাকী?

বাড়িঘর ডিঙি আর সাঁকো
কতবার ভাঙাগড়া হবে জানিনাকো;
পৃথিবীর রোদ-বৃষ্টি আলো অন্ধকারে
পোড় খেয়ে টোল খেয়ে
পাকা আর ঝানু হ'য়ে আমাদের খুলি আর হাড়,

আগামী কালের তাজা ফসল ফলাতে
বার-বার পলি প'ড়ে হ'য়ে যাক সাব,
একদিন কিন্তু হৃদয়ের
তার সাথে চেনা হয়।

যত-কিছু মোড়া আছে সব খুলে-খুলে
উজ্জ্বল হৃদয় গিয়ে ওঠে এক বিস্ময়ের কূলে
সময় ছাড়ানো।
বালুচর নদীজলে যত রোদ জ্বলেছে খানিক,
সূর্যতপ্ত যত গান গ'লে গেছে
আগেকার হারানো হাওয়ায়,
সব যেন মাছ হ'য়ে পাখি হ'য়ে রুপালি সোনালি
আর-এক মানে ফিরে পায়।
আর-এক নক্সা পায়
ছেঁড়াখোঁড়া ছড়ানো জীবন।

তবু থাকে প্রাচীন পদ্ধতি,
তবুও সময় ব'য়ে যায়।

রাতের শিশির ধ'রে ঘাসে-ঘাসে মাকড়ের জাল
যেমন জমিয়ে রাখে ঝকঝকে আশ্চর্য সকাল,
তেমনই হৃদয়
তাই ক'টি মুহূর্তের করুণ সঞ্চয়
গোপন কাঁটার মতো বয়।

আরো এক

আরো একজন আছে
নাম যার ধরি না কখনো ,
মনে প'ড়ে যায় শুধু
কাজ সেরে খেত ও খামারে,
ঘাম মুছে এক হাতে
জীবনের বেড়াটার ধারে এসে দাঁড়াই যখন ;
শুনি তার নিশ্বাসেতে উথলায় রাতের আঁধার,
শিহরায় অরণ্য গহন ।

এ-বেড়া হবো না পার ,
ঘরে ফিরে গিয়ে ফের
হেঁসেলের গন্ধ নিয়ে বুকে
আলো জেলে মেলাবো হিসেব ,
যার কাছে যত দেওয়া-নেওয়া,
পাণ্ডা ও পুলিশ আর চালের আড়ত,
অতীত ও বর্তমান, দূর ভবিষ্যৎ ।

সব বোঝাপড়া শেষে
তবু জানি কি রহিল ফাঁকি,
বিনিদ্র রজনী ধরি
রক্তাক্ত হৃদয় তাই গণিবে একাকী ।

নিঃসঙ্গ

নদী যদি পড়ে পথে যেতে,
কেউ-কেউ চুপচাপ বসেনাকো গিয়ে তার ধারে ;
প্রাণপণে অনেক কৌশলে
ইট কাঠ লোহা এনে পোল বাঁধে এপারে ওপারে ;
তারপর চ'লে যায় আর কোনো পাহাড়ের লোভে,
সমারোহে সব সূর্য যেখানেতে ডোবে।

আর কেউ সেই তীর দেখে মেপে-মেপে,
তারপর বসে মাটি চেপে ,
ঘাট বাঁধে, পাতে হাট ,
দেখিয়ে বিস্তর ঠাট,
যত পারে বড় ক'রে গড়ে গোলাঘর,
চুপিচুপি শুষে নেয় নদী ও প্রান্তর।

তারা জানে পাকাপোক্ত যতখানি ভিত,
জীবনের ততখানি জিত।
মোটা-মোটা থাম দিয়ে তারা তাই
উঁচু ক'রে কোঠাঘর তোলে,
নদী আর সময়ের ঢেউ যাতে
না পায় নাগাল।

আর যারা আছে সব
স্রোতে এসে স্রোতে ভেসে যায়,
গোলা থেকে কোঠাবাড়ি
যখন যেখানে যার আনাচে-কানাচে ঠেকে যায়,

খানিক দাঁড়ায় আর—
কুড়িয়ে যা পায় তাই খুঁটে নিয়ে খায়।

এদের কারুর সঙ্গে তোমার বনে না কোনোদিন ;
তবু তুমি নও বেদুইন।
দিগন্তের তারা নয়,
হৃদয়ের আরেক আকাশে
দুনিরীক্ষ্য কোনো এক নীল তারা হাসে।
চেনা তারে যায় কিনা, তাই স্রোতে ভাসো,
নায়ে তবু রাখো না নোঙর,
আবার কখন তীরে তার তরে বাঁধো খেলাঘর ;
তবু প্রাণ কোনোখানে মেলে না শিকড়।

ওরা কেউ স্রোত চেনে, কেউ চেনে তীর,
তারো চেয়ে আরো সুগভীর
কে জানে পেয়েছে কি না আর-কোনো মানে !
তোমাব জীবন ফোটে
শুধু এক নীল তারা পানে।

তিনটে জোনাকি

একটি জানালা আর
জানালার ফাঁকে ক'টি তারা,
তাই নিয়ে রাত প্রায় সারা।
মাঝে-মাঝে ঝিরঝিরে হাওয়া,
যেন কার চুপিচুপি গাওয়া
ভাষা-ভীরু সোহাগের গান—
মন যার খোঁজে না প্রমাণ।

আলো জেলে খুলে আছি খাতা,
ধুধু করে শুধু শাদা পাতা।

এতক্ষণ ছিলাম একাকী,
ঘরে এল তিনটে জোনাকি।

যদিও মেঘ চরাই

হয়তো আকাশে শুধুই মেঘ চরাই,
কখনো বৃষ্টি কখনো আলো ছড়াই
অথবা রং চড়াই।
তবুও ভেবো না ভেবো না
যার যা খাজনা দেবো না,
খেতের ফসল আমিও কেটেছি
শূন্য নয় সবাই।

যদিও বাঁধন না মেনে হই উধাও,
গরল যেমন তেমনি চাখি সুধাও,

কিংবা যা-কিছু দাও।
তবুও ভেবো না ভেবো না,
মেলায় মুজরো নেবো না,
দল ছাড়া ব'লে বদলেছি কি না
ও-কথা মিছে শুধাও।

নৌকো

মনে পড়ে
নুলিয়াদের সেই নৌকো,
ঢেউ-এর নাগাল ছাড়িয়ে
শুকনো বালির ওপর কাঠের ঠেকো দিয়ে আটকে রাখা।
মনে পড়ে
তারই ওপব গিযে বসেছিলাম
সেদিন প্রথম বাতে।

কৃষ্ণপক্ষেব দ্বিতীয়া কি তৃতীযা,
চাঁদ উঠতে আর দেরি নেই,
সমুদ্রে যেন তারই অস্থিব উত্তেজনা,
হুহু-ক'বে-বওয়া হাওয়ায়
তারই উদ্দাম উদ্বেগ।

শুধু বসেছিলাম পাশাপাশি,
হাত তো ধরিনি, বলিনিও কিছু।
কিই বা বলবো সমুদ্রের চেয়ে ভালো ক'রে!
উদ্দাম হাওয়াতেই ছিলো আমাব আলিঙ্গন,
ছুঁইনি তাই।

মনে কি পড়ে,
হঠাৎ নৌকোটা উঠেছিলো দুলে,
বুঝি হাওয়ায় বালি স'রে গিয়ে
কাঠের ঠেকো একটু ন'ড়ে উঠে,
কিংবা বুঝি সমুদ্রেরই ডাকে।
একটু শিউরে উঠেছিলে
হেসে উঠেছিলে তারপর।
'যদি '
একই প্রশ্ন বুঝি উঠেছিলো
দু'জনের চোখে ঝিলিক দিয়ে।

যদি নৌকো যায় ভেসে
চাঁদ ওঠার এই থমথমে প্রহরে
তরল রাত্রির মতো নীলাগলানো এই সমুদ্রে!
যদি নৌকো ভেসে যায় হঠাৎ
সম্ভবের এই কঠিন শাসন
কাঠের ঠেকোর মতো ঠেলে ফেলে।

তা কি কখনো যায়!
জানি, জানি এ যে নুলিয়াদের জেলেডিঙি
শুধু মাছ ধরতেই জানে।
সে-নৌকো থেকে নেমে এসেছি,
ফিরে এসেছি সেদিনকার সেই সমুদ্রতীর থেকে
বাঁধানো রাস্তার এই শহরে,
দেয়াল-দেওয়া এই ঘরে।

তবু জেনো সে-নৌকো কেমন ক'রে এসেছে সঙ্গে,
জেনো সে-নৌকো চিরদিন থাকবে তৈরি
সম্ভবের তীরপ্রান্তে
আশায় উদ্বেগে কম্পমান।

গ্রামান্তে রাত্রি

গ্রামের উপর রাতের নিবিড় অন্ধকার
সুষুপ্তিতে জমাট।
হঠাৎ কোথায় উঠলো একটা কোলাহল,
শব্দের একটা ঢেউ,
নিথর নিস্তব্ধতার সায়রে দুলে উঠেই
গেল মিলিয়ে,
ক'টা উত্তেজিত কুকুরের অকারণ চিৎকারে
শুধু তার প্রতিধ্বনি রইলো খানিক জেগে।
উৎকর্ণ হ'য়ে রইলাম খানিক
প্রচণ্ড কৌতূহলে—
তবু কিছুই গেল না জানা।

কাল সকালে দিনের আলোয়
এ-কৌতূহল কোথায় যাবে হারিয়ে।
তবু এই নিস্তব্ধ রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে
গ্রামান্তের এই অস্পষ্ট কোলাহল
কি আতঙ্কের শিহরণ তুলে গেল আমার মনে।
নিশ্ছিদ্র রাত্রির বিরাট মসিকৃষ্ণ যবনিকায়
যেন ইতিহাসের সমস্ত অসংলগ্ন দুঃস্বপ্নের ইঙ্গিত!

সুপ্ত আর্যাবর্তের শিয়রে গান্ধারের গিরিপথে
হিংস্র হূন-বন্যা এল ঝাঁপিয়ে,
মিশরের মরুভূমিতে বেজে উঠলো বর্বর বাহিনীর দামামা,
বিস্মৃত কোন ইট্রাস্কান্ নগরীর শেষ আর্তনাদ
উঠলো আকাশে।

তারপর গভীর গহন স্তব্ধতা।
ইতিহাসের সমস্ত রক্তাক্ত অধ্যায়ের মতো
গ্রামান্তের ক্ষণিক কোলাহল
রাত্রির অতল তিমিরে লুপ্ত।

স্তব্ধতা

হে আমার মৌন নীল রাত্রি,
তোমার স্তব্ধতা কি ভাঙবে
শুধু শকট-ঘর্ঘরে!
হে আমার কালো গাঢ় সাগর-অতলতা,
তুমি কি ঢেউ তুলবে
শুধু মৎস্য পুচ্ছ-তাড়নে!

হাটে তো যেতেই হবে,
দরদস্তুরও করবো;
জাঁতাও ঘোরাবো,
কিংবা লাঙলও ঠেলবো
নতুন বৃষ্টি-ভেজা মাঠে;
কিন্তু প্রান্তর-সীমায়
ওই বাজ-পড়া ন্যাড়া গাছটা তবু কাটবো না।
ফুল ফোটে না ও-গাছে,
ফলও ধরে না;
শুধু ওর আঁকাবাঁকা মরা ডাল বেয়ে
কোনো মৌন নীল স্তব্ধতা আসে
আমার নিঃসঙ্গ অভিসারে!

'ফ্যান'

নগরের পথে-পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মতো।
কিংবা ঠিক নয়,
যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রূপ-বিকৃত !
তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর
জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায়-রাস্তায়,
উচ্ছিষ্টের আঁস্তাকুড়ে, ব'সে-ব'সে ধোঁকে
আর ফ্যান চায়।

রক্ত নয়, মাংস নয়,
নয় কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা,
মানুষের সংভাই চায় শুধু ফ্যান ;
তবু যেন সভ্যতার ভাঙেনাকো ধ্যান।
একদিন এরা বুঝি চষেছিলো মাটি
তারপর ভুলে গেছে পরিপাটি
কত ধানে কত হয় চাল ;
ভুলে গেছে লাঙলের হাল
কাঁধে তুলে নেওয়া যায়,
কোনোদিন নিয়েছিলো কেউ,
জানেনাকো আছে এক সমুদ্রের ঢেউ
পাহাড়-টলানো।

অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে,
ক্ষুধাশীর্ণ মুখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান
মনে হয় সাধি একি পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ ;
তার চেয়ে রাখি যদি ফেলে,

প'চে-প'চে আপন বিকারে
এই অন্ন হবেনা কি মৃত্যুলোভাতুর।
অগ্নি-জ্বালাময় তীব্র সুরা।
রাজপথে কচি-কচি এই সব শিশুর কঙ্কাল—মাতৃস্তন্যহীন,
দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন ?

ছোঁয়া

সারাদিন ঘেঁষাঘেঁষি মানুষের ভিড়ে
কত ছোঁয়া লাগে সারা হৃদয়ে শরীরে।

রাত হ'লে একা ঘরে এসে
একে-একে সব দাগ মুছে দেখি শেষে,
একটি গভীর ছোঁয়া তবু লেগে আছে
হৃদয়ের একেবারে কাছে।

যে শহরে শুধু ধুলো ধোঁয়া
সেখানে কোথায় এই ছোঁয়া
লেগেছিলো কার ?
কত ভাবি তবু মনে পড়েনাকো আর।

অপরিচিতের এই উদাসীন অচেনা নগরে
কাটালাম বহুদিন প্রবাসীর মতো,
শুনেছি অনেক নাম, ভুলে গেছি কত,
একা-একা হেঁটে-হেঁটে, গেছি কত দূর
তবু এতদিন দেখা পাইনি সে একটি বন্ধুর।

চোখ তারে চেনেনাকো
মন তার জানে না প্রমাণ,
চেতনার অন্ধ পিঠে শুধু
আজীবন ব'য়ে ফিরি সুগোপন এক অভিজ্ঞান।

অগণন মানুষের ভিড়ে
কখন সে-অভিজ্ঞান হ'লো বিনিময়
আনমনা জানে না হৃদয়।
তারপর নগরের দুটি বাতায়নে
একটি অতল রাত্রি বয় দুটি মন থেকে মনে।

প্রহসন

সূর্যের অঢেল রোদ পৃথিবী পেয়েছে এযাবৎ।
অরণ্য-রসনা বেয়ে
সেই রোদ নেমে গেছে
পৃথিবীর সুগভীর পঞ্জরের তলে
গাঢ় গূঢ় প্রস্তরে পুঞ্জিত।

তবু মানুষের বুকে
কী দুর্ভেদ্য কঠিন আঁধার!
কী আদিম অন্ধ বিভীষিকা
কবন্ধের মতো সেই মহারাত্রি-শাসিত শ্মশানে
হানা দিয়ে ফেরে!

এই তো শরৎ হাসে শুভ্র মেঘে কী প্রসন্ন হাসি!
জলে স্থলে কী মধুর মায়া!

—এ-বিদ্রূপ রাখো মহাকাল

কেন এই নিষ্ঠুর ছলনা ?

বুক যার অন্ধকার, চোখে তার এ-আলো নেভাও।

উদ্ভাসিত চেতনার অলীক এ বিভ্রম ঘুচায়ে,

ডোবাও আদিম পঙ্কে,

নখ-দন্ত-আস্ফালিত

তামসিক জীবনের রুধিরাক্ত গহন প্রবাহে !

সেখানে শরৎ নেই ,

অর্থহীন হৃদয়ের সমস্ত সৌরভ।

শুধু আছে ভয় আর হিংস্র জয়োল্লাস,

শুধু মৃত্যু, শুধু প্রাণ ধারণের শ্বাস,

শুধু জৈব, অন্ধ আত্ম-বিস্তার-তাড়না ,

তারই মাঝে নিহত চেতনা,

সর্বদায়মুক্ত।

সীমাহীন সময়ের এ ক্ষণিক মরীচিকা মায়া,

মানুষের সভ্যতার এ দুঃসহ ব্যর্থ প্রহসন,

কেন আর ?

তিনটি গুলি

তিনটি গুলির পর
স্তব্ধ এক কণ্ঠরুদ্ধ রাত
ভুলে গেল চন্দ্রসূর্য
ভুলে গেল কোথায় প্রভাত।

তুমি কত কিছু দিলে
তপোদীপ্ত জীবনের সমস্ত বিভূতি ;
সূর্যের মতন দিলে সব পরমায়ু
বিকিরিত প্রেমে করুণায়।
আমরা দিলাম শেষে তুলি
তিনটি কঠিন ক্রূর গুলি।

প্রথম গুলির নাম
অন্ধ মূঢ় ভয়।
দ্বিতীয়টি আমাদের
নিরালোক মনের সংশয়।
বিবর-বিলাসী হিংসা
তৃতীয় গুলির পরিচয়।

তিনটি গুলির শব্দ !
অন্তহীন তার প্রতিধ্বনি
কেঁপে-কেঁপে দিগন্ত ছাড়ায়,
মানুষের ইতিহাস পার হ'য়ে যায়।

দূর ভবিষ্যৎ পানে চেয়ে-চেয়ে দেখি—
পিস্তলের শব্দ আর নয়।

অগণন মানুষের বুকে বেজে-বেজে
যুগ থেকে যুগান্তরে
প্রতিহত সেই শব্দ নিজেরে ভোলে যে ;
হ'য়ে ওঠে পরিশুদ্ধ
মৃত্যুঞ্জিৎ বাণী বরাভয়।
মারণ-অস্ত্রের নাদ পরম লজ্জায়
শান্তির অমৃত-মন্ত্রে পায় শেষে লয়।

রাত জাগা ছড়া

জল পড়ে, পাতা নড়ে
এই নিয়ে পদ্য
লিখে ফেলে ভাবলাম
হ'ল অনবদ্য।

ছাদ ছিলো ফুটো তা তো
পারিনিকো জানতে
জেগে উঠে ব'সে আছি
বিছানার প্রান্তে।

চোখে আর ঘুম নেই
শুধু শুনি ভন্‌ভন্
মশা ওড়ে আর চলে
চিন্তার পল্টন।

গাছে-গাছে পাতা নড়ে
চালে শুধু পাতা নেই,
কাঁকর মেশানো চাল
মেলে শুধু 'রেশনে'ই।

ডিমডিম ঢেঁড়া শুনি
আসে দুর্ভিক্ষ,
এঁসে তবে বাকি ক'টা
ক'রে দূর দিক্ গো।

জল পড়ে দুনিয়ার
জ্বালা-করা চক্ষে,
পাতা নড়ে প্রলয়ের
ঝড়ে কি অলক্ষ্যে।

জর্জ বার্নার্ড্ শ

মূঢ় ইতিহাস স্বখাত গোলকধাঁধায়
ঘুরিয়া মরে,
স্বর্গের ক্ষোভ তাই যুগান্তে
বিদ্যুৎ-কশা হানে :
বিদ্যুৎ, না, সে বহ্নি-বাণীর
খরধার তরবার—
হাসি-ঝলমল, তবু নির্মম,
মার্জনা নাহি জানে।
অন্ধ মাটির নাগপাশ যত
জ্বালাও বারম্বার,
সূর্যাংশের হে শুভ্র শিখা
তোমারে নমস্কার।

চীনা তর্জমা

সাধু

শাদা মেঘগুলো ভেসে চ'লে যায়
কোনো তাড়া কোনো কাজ নেই
জল নেই আর জ্বালাও নেইকো
বুকে তার আর বাজ নেই
শাদা মেঘগুলো ভেসে চ'লে যায়
কোনো রং কোনো সাজ নেই।

পাহাড়ের গায়ে মঠের চুড়োটা ছাড়িয়ে,
মেঘগুলো যায় নীল দিগন্তে হারিয়ে।
মঠ থেকে বাজে ঘণ্টা
মনটা কেমন করে,
মঠের মাঝের বুড়ো সাধুটিরে
থেকে-থেকে মনে পড়ে।

মেঘের মতন শাদা চুল তার,
গোঁফ দাড়ি ধবধবে,
মুখে লেগে আছে প্রাণের হাসির
ফেনাই বুঝি বা হবে।
পাথরে সিঁড়ির ধারে ব'সে থাকে
মনে হয় কোনো কাজ নেই।
প্রীতির জারকে জ'রে-জ'রে যেন
মনে আর কোনো ঝাঁঝ নেই।
ঢিলে কোঁচকানো মুখখানি তার,
মনে শুধু কোনো ভাঁজ নেই।

কেউ যদি তারে শুধায় কখনো,
এ-হাসি কোথায় পেলে ?
সাধু হেসে বলে,—পেয়েছি, হৃদয়
আঁখি-জলে ধুয়ে ফেলে।
যে মেঘ ঝড়ের তাড়া খেয়ে ফিরে
কালো হ'য়ে নেমে আসে,
নিজেরে উজাড় ক'রে ঢেলে সে-ই
শাদা হাসি হ'য়ে ভাসে।

জং

হাওয়া বয় সন্‌সন
তারারা কাঁপে।
হৃদয়ে কি জং ধরে
পুরানো খাপে।

কার চুল এলোমেলো
কি বা তাতে এল গেল।
কার চোখে কত জল
কে বা তা মাপে ?

দিনগুলি কুড়োতে
কত কি তো হারালো।
ব্যথা কই সে-ফলার
বিঁধেছে যা ধারালো।

হাওয়া বয় সন্‌সন্
তারারা কাঁপে।

জেনে কিবা প্রয়োজন
অনেক দূরের বন
রাঙা হ'ল কুসুমে না
বহ্নিতাপে!
হৃদয় মরচে-ধরা
পুরানো খাপে।

দ্বীপ

সাগরের পাখিদের একান্ত আপন
এখনো নির্জন দ্বীপ আছে এক দূর দ্রাঘিমায়।
তট তার সুকঠিন রূঢ় রুক্ষ শিলার ভ্রূকুটি,
সীমা তার উর্ধ্বফণা সমুদ্রের তরঙ্গ-বলয়।

সেই দ্বীপে ঠেকে ভাঙে
কোনো-কোনো জাহাজের হাল।
দুঃসাহসী নাবিকেরা বিপথবিলাসী
বারেক সে-দ্বীপে বুঝি হয় নির্বাসিত।

তারপর অবিরাম শুধু এক অস্থির কল্লোল।
চোখে শুধু নীল এক সীমাহীন বিস্ময় বিস্তার!

জনাকীর্ণ নগরের পথে-পথে যত
সংগ্রহ ও চতুর সঞ্চয়,
নানা মূল্যে কেনা যত
বহুবর্ণ বেশ আর ভূষা
বন্দরে-বন্দরে

ধীরে-ধীরে এই দ্বীপে
রোদে জলে উদ্দাম হাওয়ায়
একে-একে ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে খ'সে-খ'সে যায়।

ঘুরে ফিরে এদিক-ওদিক
পরিশ্রান্ত নিঃসঙ্গ নাবিক
দ্বীপের নির্ঝর-কুণ্ডে একদিন দেখে সবিস্ময়
ছায়া ফেলে আছে তার-ই আপনার উলঙ্গ হৃদয়।
অকস্মাৎ সে ভীষণ নির্লজ্জ সাক্ষাৎ
শুধু বুঝি আনে অপঘাত।

দিক্‌চক্রবালে যবে দেখা দেয় উৎসুক মাস্তুল,
উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল
কেউ-কেউ ভুলে গিয়ে সমস্ত সঙ্কেত
চেয়ে রয় শুধু হতাশায়।
তাই এত শাদা হাড় সে-দ্বীপের সৈকতে শুখায়।

আর যারা কোনোমতে
সেই দ্বীপ হ'তে ফিরে আসে,
স্বজন বন্ধুর মাঝে থেকে তবু তারা
দিন যেন কাটায় প্রবাসে।

বোঝে না তাদের ভাষা কেউ।

শহর

আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ো ;
অতীত কালের অস্থি মুদ্রা চৈত্য বিহার কিছু
পাবে না তার কোথাও মাটি খুঁড়ে।
হঠাৎ কখন নদীর ধারে ব্যাপারীদের নায়ে
আমার শহর নেমেছিলো কাদামাখা পায়ে
এই তো সেদিন নারকেল আর খেজুর গাছের ঝোপে।

এই তো সেদিন, তবু যেন অনেক অনেক দূর
অনেক শিশির ঝ'রে গেছে,
তাতিয়ে গেছে কত-না রোদ্দুর।
অনেক ধুলোয় মলিন পা তার
অনেক ধোঁয়ায় ঝাপসা দুটি চোখ।
আমার শহর ভুলে গেছে
তার জীবনের আদি পরম শ্লোক।

তবু হঠাৎ আসে যখন পাতা ঝরার দিন
দমকা হাওয়া থেকে-থেকে
ছাদ ছাড়ানো গাছের মাথায় লাগে
আমার শহর খানিক বুঝি
ঝিমিয়ে পড়া তন্দ্রা থেকে জাগে।

চিমনি তোলা ঊর্ধ্বমুখে আকাশ পানে চেয়ে
কি ভাবে সে-ই জানে !
ভেবে-ভেবে পায় কি নিজের মানে ?
পোল বেঁধেছে কল ফেঁদেছে
বসিয়ে বাজার হাট
রাস্তা পেতে মেলেছে ঢের রং-বেরং-এর ঠাট ;
তবু যেন জংলা আদিম জ্বালা
জুড়ে আছে আজো বুকের তলা !

হারিয়ে

কোনোদিন গেছ কি হারিয়ে
হাট-বাট নগর ছাড়িয়ে
দিশাহারা মাঠে,
একটি শিমুলগাছ নিয়ে
আকাশের বেলা যেথা কাটে ?
সেখানে অনেক পথ খুঁজে
পৃথিবী শুয়েছে চোখ বুঁজে
এলিয়ে হৃদয়।
শিয়রে শিমূল শুধু একা
চুপ ক'রে রয়।
পথ খুঁজে যারা হয়রান,
কোনোদিন সেই ময়দান,
তারা পেয়ে যায়,
হঠাৎ অবাক হ'য়ে
আশেপাশে ওপরে তাকায়।
কোনো পথ যেখানেতে নেই
সেখানেতে মেলে এক খেই
আরেক আশার।
সব পথ হারাবার পর
বুঝি খোঁজ মেলে আপনার।
একদিন যেও-না হারিয়ে
চেনা মুখ শহর ছাড়িয়ে
অজানা প্রান্তরে,
একটি শিমূল আর আকাশ যেখানে
মুখোমুখি চায় পরস্পরে।

পালক

মানে খোঁজা নিয়ে যোঝা
একদিন থেমে যায়
তেপান্তরে ঝড়ের মতন।
শুধু থাকে চেয়ে থাকা,
শুধু কান পেতে রাখা
শুধু নীল ছড়ানো গগন।

তখনো নদীরা থাকে,
থাকে স্রোত, থাকে ঢেউ, তীর,
শুধু হৃদয়ের আর থাকেনাকো কোনো ভার
কোনো দায় কোনো বেসাতির।

তখনই পাখিরা আসে প্রাণের প্রান্তরে।
নিরুত্তাপ প্রসন্ন আলোয়
স্নান করে, খেলা করে, গান করে, আর
রেখে যায় দু'একটি খ'সে-পড়া পালকের কুচি
হাওয়ার ফেনার মতো।

হাটে যারা দাম খোঁজেনাকো,
তারা শুধু সে-পালকে
নিজেদের স্নাতশুভ্র অভিমান সাজিয়ে খেলায়।

আবিষ্কার

মৃত এক মহাদেশ
বার-বার করি আবিষ্কার,
তার নদী প্রান্তর পাহাড
কতবার জীবনের ছক পেতে সাজায়েছে খেলা
মাৎ হ'য়ে গিয়ে শেষে
কোন এক অনির্দেয চালে
মহানিলুপ্তির দণ্ড
মাথা পেতে নিয়েছে অকালে।

নিঃসঙ্গ নাবিক ফের
বাঁধি পোত শ্মশান বন্দরে,
তরীর কঙ্কাল যত
যেখানে বিছানো স্তরে-স্তরে
—দুঃসাহসী দুরাশাবশেষ।

যত দূরে চাই
প্রাণহীন মৌন রুক্ষ মাটি।
তারি 'পরে নিদ্রিত আকাশ
মাঝে মাঝে ফেলে শুধু ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস।

মৃত সেই মহাদেশ
আর বার কবি বিচরণ
একটি পুদ্গল বীজ করিতে বপন।

সুধা দাও, স্নেহ দাও,
হে মৃত্তিকা নিষ্প্রাণ কঠিন।

তোমার জঠরে রাখি
আর-এক প্রতিজ্ঞা নবীন।
ধ্বংসের জঞ্জাল ঠেলে
সাজাবে যা শঙ্কাহীন জীবনের মেলা,
সুরু হবে আর-এক লুপ্তিপণ খেলা।

অনুবাদ

ডি. এইচ. লরেন্স

কাজ

সে-কাজের কি মানে হয়,
যে-কাজে সমস্ত সত্তা না যায় ডুবে
যে-কাজে তন্ময় না হ'তে পারি।
যে-কাজে না মগ্ন হ'তে পারো
সে-কাজে মজা তো নেই
কোরো না সে-কাজ।

সত্যিকারের কাজ যখন মানুষ করে
তখন মানুষ হয় নব-বসন্তের গাছের মতো প্রাণের বেগে স্পন্দমান,
মানুষ তখন জীবনকে করে উপভোগ,
শুধু কাজ তো সে করে না।

কাশ্মীরের উপত্যকায় পশম যারা বোনে—
দীর্ঘ মসৃণ পশমের সূত্র
বোনে দীর্ঘ মোলায়েম আঙুলে,
দীঘায়িত কালো চোখে তাদের গভীর প্রশান্তি,
প্রশান্তি তাদের স্তব্ধ তন্ময় অন্তরে—
তারা ঠিক ঋজু দীর্ঘ গাছের মতো নয় কি।
—বসন্তে যে-গাছ প্রসারিত করছে পত্রপুঞ্জ আকাশের পানে।
তারা জীবন্ত পত্রের শুভ্র কোমল জাল বুনে চলে;
গাছ যেমন ক'রে নবপল্লবে নিজেকে ঢাকে
তারাও তেমনি জড়ায় শুভ্র আবরণ তাদের গায়ে।

শুধু পশম নয়,
বাড়িঘর, জাহাজ, জুতো, গাড়ি আর পেয়ালা আর রুটি,

মানুষ সবই তো তৈরি করতে পারে সৃষ্টির আনন্দে
যেমন আনন্দে শামুক জমায় তার খোলস,
আর পাখিরা নীড়ের ভেতর ভর দিয়ে তাদের বুকে খাওয়ায় টোল,
আর মাটির তলায় আলু গড়ে তার গোল শেকড়,
যেমন ক'রে গাছ ফোটায় ফুল আর ফলায় ফল!
—নির্মাণ সে তো নয়, সে হ'ল রচনা,
সে হ'ল আনন্দের আত্মপ্রসারণ!
এমনি ক'রে আবার নতুন ক'রে মানুষের নগরও বেড়ে উঠতে পারে,—
কর্মমত্ত মানুষের দেহ থেকে যেন উত্থান হয়েছে সৃষ্টি।

যেদিন তাই হবে
সেদিন মানুষ সব যন্ত্র ভেঙে করবে চুরমার!
গাছের মতো নিজের রচিত পল্লবে নিজেকে আবৃত করার উৎসাহে,
বাস করার আনন্দে মৌমাছির মতো নিজের মধুচক্রে,
নিজের হাতে ফোটানো পুষ্পের মতো সুকুমার পাত্র থেকে পান করার উত্তেজনায়
সেদিন মানুষ সব যন্ত্রই করবে বাতিল।

প্রেম

আরো তলায় দাও ডুব,
প্রেমের এই জগতেরও তলায়।
আত্মার অতলতার কি সীমা আছে!
উপরে তৃণাস্তীর্ণ পৃথিবী
কিন্তু অন্তরে, আত্মার গহন কেন্দ্রে আছে শিলা,
—গলিত উত্তপ্ত শিলা,
তবু জমাট, তবু শাশ্বত!

সেই গহন রহস্যে নেমে এসো নারী,
আপনাকে একবার হারাও,
হারিয়ে ফেল আমাকে,
হারাও তোমার এই একান্ত প্রেমাস্পদকে,
—হৃদয়ে যে তোমার তোলে উন্মত্ত আলোড়ন।

জীবনের বিরাট কক্ষ-পথ কোথায় গিয়েছে বেঁকে
দেখ চেয়ে!
গিয়েছে অর্ধবৃত্ত পথে নেমে,
ডুবেছে আত্মার গহন অতলতায়
গূঢ় গাঢ় অন্ধকারে।
এবার এসো পরস্পরের একবার হই আড়াল,
ভাঙি এই চেতনার আয়না
যা কেবল ফিরে-ফিরে করে
পরিচিতের পুনরুক্তি,
আর আড়াল ক'রে রাখে দিগন্ত।

শোনো নারী,
আত্মার সেই গহন কেন্দ্রে আছে কি কোনো মণি,
—আকাশবর্ণ নীলকান্ত?
আমাদের সংগমে,
আমাদের সংঘর্ষে,
গলিত শিলার জঠরে
জ'লে কি ওঠেনি নিষ্ঠার নীলবর্তিকা?
নীলা কি হয়নি সৃষ্টি?

না যদি হ'য়ে থাকে
তবে এবার দাও বিদায়

কি হবে ভালোবাসার ভানে ?

পৌষকে কি ঠেলে ফাগুন করা যায় ?

অবেলার প্রেম

সবচেয়ে এই বেলা শেষের প্রেম, এ তো শুধু ছেলেখেলা।

কি হবে লোক হাসিয়ে ?

তুমি যদি তবু করো মিনতি

আমি বিদায় নেবো নারী !

ডুবে দেখ নারী,

একবার দেখ ডুবে

স্মৃতির অতীত আত্মার অতলে ,

রহস্যময় সেই অন্ধকারে

স্পন্দিত হচ্ছে হয়তো তোমার আদিম অপরূপ অজানা হৃদয়

—গভীর উপলব্ধির মর্মদীপ্ত হৃদয় -

ভাবছো যাকে ভালোবাসো

তারই গহন হৃদয়ের ছন্দে হচ্ছে স্পন্দিত।

তা যদি না হয় তবে যাও।

মুকুর হাতে কি হবে ব'সে থেকে

জীর্ণ জীবনের প্রান্ত ধ'রে ?

কি হবে প্রেমের অভিনয়ে ?

এ তো নয় প্রেম

এ তোমার নিজের প্রতি অনুরাগ।

আর বসন্তের ফুলের মতো তোমার যে সত্তা গেছে শুকিয়ে ম্লান হ'য়ে,

তারই প্রতি দুর্বল এই মোহ।

কাল যাকে স্পর্শ করে না,

সেই নকল ফুলের মিথ্যা জৌলুস আমি চাই না।

গলিত শবের চেয়ে দুঃসহ তার গ্লানি।

দেবতা

দেবতা চাই, আবার চাই দেবতা।
মানুষ দেখে-দেখে হয়রান হলাম,
হয়রান হলাম মোটরে।

তা ব'লে, দীর্ঘশ্মশ্রু জবরদস্ত দেবতা আর চাই না,
চাই না বিবর্ণ চিরকুমার দেবতা,
—পিতৃত্ব যার বিভীষিকা।

ইন্দ্রের মতো লোভী আর ভোগী দেবতাও নয়,
নয় মথুরার মুরলীধর কৃষ্ণ
—প্রেম যার ব্যবসা।

আমাদের অন্য-কিছু চাই
চাই নতুন দেবতা।

কেশর জালে যার দিগন্ত হ'ল আচ্ছন্ন,
তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রার ফাঁকে ঝলসালো বিদ্যুতের মতো জিহ্বা,
সেই ভয়াল নৃসিংহ মূর্তিকে ছাড়িয়ে,
ছাড়িয়ে সেই ক্ষিতিবিদার বিরাট বরাহ,
আদিম পঙ্কিল পৃথিবীর সেই মহাকূর্মকেও অতিক্রম ক'রে,
প্রলয় প্লাবনে যে-মৎস্য তার শৃঙ্গে রাখলো সৃষ্টি,
তাকেও পিছনে ফেলে,
চলো দেবতার সন্ধানে,
অন্য দেবতা চাই।

নদীরা যেখানে সমাপ্ত হ'ল
হারিয়ে গেল জলায়,

সেখানে ওড়ে বন্য মরাল ;
—ওড়ে গভীর কুজ্ঝটিকার ঊর্ধ্বে,
আর তার দীর্ঘ গ্রীবা বেয়ে ওঠে
অন্ধকারে অপরূপ ধ্বনি
—ওঠে পরম সংগমের ডাক।

সেই যে কুজ্ঝটিকা,
যেখানে ইলেকট্রন চলে আপন খুশিতে
দেয় না খেয়ালের জবাবদিহি,
যেখানে অদৃশ্য শক্তিতে পড়ে পরমাণুর গিঁট
আবার আপনি যায় খুলে—
সেই যে বিষম কুযাশার
জড়ানো, জট পাকানো আবছায়া দেশ,
যেখানে কুয়াশার জটের সঙ্গে
কুযাশার জটের লাগছে ধাক্কা,
ফেটে পড়ছে আরো কুযাশায়
কিংবা পড়ছে না।
সেই বিজ্ঞানাতীত শক্তির কুজ্ঝটিকার
অন্তরাল থেকে চাই দেবতা।

তবে শোনো,
সৃষ্টিমূল বিধাতা যেখানে ভাসছেন
পরমাণুর অন্তর্লীন কুজ্ঝটিকায়,
ভাসছেন ইলেকট্রন আর পসিট্রন
আর কোয়ান্টম আর রিলেটিভিটির কুযাশার ঘূর্ণিতে
বন্য মরালের মতো,
সেখান থেকেই আসছে এই ধ্বনি,
—অপরূপ মরালকণ্ঠ-নিক্কণ,
যা কাঁপছে আমার নাভিপদ্মে
সঞ্চারিত হচ্ছে আমার সত্তায়।

বিজ্ঞানের অতীত সেই তমিস্রায়
আমি তাঁর পক্ষধ্বনি শুনি,
শুনি বিশাল পক্ষ-সঞ্চালনের
গুরু-গুরু মৃদঙ্গ-রোল,
আর তাঁর হিম-শীতল মৃৎ-মলিন পায়ের
স্পর্শ পাই আমার মুখে।

তিনি চলেছেন, অন্ধকারে অজানা রমণীর খোঁজে
চলেছেন স্বপ্ন-সংগমে,
সুষুপ্তির মাঝে রমণীরা যাতে উঠবে আঁৎকে।
দেবতা। দেবতা কি চাই।
যেখানে রমণী, সেখানে চলেছে মরাল।

কি ভাবছো বৈজ্ঞানিক?
কার তুমি হ'তে চাও জনক।
উৎসব করো, হে আমার আত্মা,
এবার শিশুর বদলে জন্মাবে হংস শাবক,
--দুরন্ত বন্য কারণ্ডব।

রমণীর গর্ভে জন্ম নেবে বন্য মরাল,
প্রলয়-পয়োধি যে সাঁৎরে হবে পার,
যে-প্রলয়ে সব মহানগর যাবে ডুবে,
ডুবে যাবে মোটর-মুখরিত এই সভ্যতা।

জি. কে. চেস্টারটন

বিস্ময়

কঙ্কাল হ'তে করো বিশ্লিষ্ট কৃপাণে, দেব।
মহীরুহ সম দাঁড়াক ভয়াল নগ্নতায়।
সমুৎক্ষিপ্ত অরণ্য যাবে, করে উধাও,
সে-হৃদয় মোর, হেরি' তাহা হোক চমৎকৃত।

শোণিত হইতে করো বিযুক্ত, আঁধারে শুনি,
পিতামহদের প্রাচীন লোহিত যে মহানদী,
পাতাল-বাহিনী বহুমুখী স্রোতে সাগরে মেশে,
—গহন তিমিরে তবু সবিতারে, না দেখে কভু।

ঐন্দ্রজালিক আঁখি দাও মোরে, দেখি নয়ন,
—উতরোল নদী জীবন্ত হ'ল মাঝারে মোর.
স্ফটিক দারুণ।
যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান,
তারো চেয়ে যাহা কল্পনাতীত, অবাস্তব।

আত্মা হইতে করো বিভক্ত, হেরিব মোর
রুধিরস্রাবী ক্ষতমুখ-সম যত-না পাপ,
দুঃসাহসিক জীবন-স্পন্দ।
নিজেরে যাহে,
উদ্ধার করি, পথের অচেনা পথিকে যথা।

রাত্রি এল ঝাঁপিয়ে

রাত্রি এল ঝাঁপিয়ে,
যেন রুপালি ধূমল চিতা
—তারকা-চিত্রিত স্তব্ধতা-মসৃণ!
তিনটি দ্বার ছিলো খোলা
তবু আলোর ফাঁক গেল এঁটে
ফাঁদের মতন ;—
স্তব্ধতা একটা ঝঞ্ঝনা!

প্রেত-পাণ্ডুর তারার
সেই চিতা-আকাশের তলায়
দীর্ঘ গুমোটের রাত
আমি দুঃস্বপ্নের সঙ্গে যুঝলাম।
মৌন অতিকায় স্বপ্ন,—
যুদ্ধহীন জয়-গৌরবের, নিঃশব্দ ভেরীর
আর স্তব্ধ ঘণ্টার ;
ম্লান রাজ-সমারোহ গেল চ'লে
আমার সমুখ দিয়ে,
—শিরস্ত্রাণ আর শৃঙ্গ-কিরীট
আর বিপুল পুষ্পমাল্য!
বিচিত্র তাদের নিশান ঊর্ধ্ব আকাশে ঝোলানো,
বিশাল তাদের ঢাল যেন মৃত্যুর দ্বার!

স্টেশন

বৃত্তাকার এই যে বিশ্ব,
মানুষ যার বিধাতা,
তারও আছে সূর্যতারা,
সবুজ, সোনালি, লাল ;
আর আছে ঘন ধোঁয়ার মেঘলোক,
কুণ্ডলিত স্তরে-স্তরে
যা, সুদূর লৌহাকাশ রাগে ঢেকে ।

হায় বিধাতা !
নিজেদের দাম কবে আমরা দেবো !
যুগান্তরের আগে দেখবো কোন এক মুহূর্তে
বন্যা ও বহ্নির গর্জমান তুরঙ্গ-বাহনে
ঘূর্ণায়মান মানুষের এই দৃপ্তরূপ !

কিংবা
আবার বুঝি নিয়তি
সেই ধূসর প্রহসন করবে অভিনয় ;
রইবে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষায়,—
ধ্বংসের শ্মশানে
কবে কে এই ভগ্ন স্তূপকে করবে প্রশ্ন,
—"কোন্ সে কবির জাত
তারকালোভী এ বিরাট খিলান
এখানে তুলেছে ?"

সরোজিনী নাইডু

বেদিয়ানী

পাড় দেওয়া তার ছিন্ন ঘাগরা নামেনি জানুর নিচে,
অতীতের রঙ কিছু তাতে আজো লেগে আছে ঝলমল,
যাযাবরদের মেয়ে চলে দেখ, অনায়াস গতি-ছন্দে
দৃপ্ত বাজের। পোষ সে মানে না,
শার্দূল সম তরঙ্গায়িত মহিমান্বিত ভঙ্গি।

বেশি কিছু নয়, স্বল্প অভাব মেটায় নিপুণ হাতে,
ঘুমের গুহার কালো চিতা হেন
চকিতে রাত্রি ঝাঁপিয়ে নামার আগে
নির্জন মাঠ হ'তে ফেরে তার ধেনু নিয়ে গোধূলিতে
বাদামী বাছুর আর শুধু ক'টি মেষ।

সময়ের নদী ফেনায়িত বয়
আঁকাবাঁকা খাতে কত না শতাব্দীর।
চির অস্থির দুরন্ত তার অমোঘ স্রোতের ধারা
সে কোন্ দূরের সাগরে যে চলে, কেউ আজো জানেনাকো।
জীবনের ধারা পান করে কোন হারানো কালের উৎস।

গাঁয়ের গান

মধুমুখী কন্যা আমার, কোথায় চ'লে যাও ?
কেন তোমার মণিমানিক বাতাসে ছড়াও ?
মা খাওয়ালো সোনার ফসল, ছেড়ে যাবে তারে ?
ভাঙবে কি বুক, বর হ'য়ে যে আসছে ঘোড়সওয়ারে ?

মা গো আমার, আজকে আমি গহন বনে চলি,
চাঁপা গাছের ডালে যেথায় ফোটে চাঁপার কলি,
কোকিল-ডাকা নদীর চরে পদ্ম ঝল্‌মলায়,
শোন্ মা সেথা পরীরা সব ডাকে যে আমায় ।

মধুমুখী কন্যা শোনো, দুনিয়া সুখের পুর
বরণ দোলন গান আর আয়েশ চন্দনে ভুরভুর !
বিয়ের বস্ত্র বুন্‌ছে তোমার বাসন্তী রুপালি,
বিয়ের পিঠে বানাই, তুমি কোথায় যাবে চলি ?

বধূবরণ, খোকন-দোলন গানে দুখের রেশ
আজ রোদ্দুর হাসে, হাওয়া কাল মরণে শেষ ।
অনেক মিঠে বন-ঝরনার ধারে বনের গান,
পরীরা ওই ডাকছে মাগো, রইতে নারে প্রাণ !

ডিলিস বেনেট লেইং

সোনালি চুলের গান

বিনুনি তোমার নামাও র‍্যাপুঞ্জেল !
ঢেলে দাও সব সোনা।
বুনবো কামিজ
শীতার্ত যত মানুষের বুক ঢাকতে।

যৌবন বার্ধক্য
চিরন্তন অসখ্য।

কুন্তলে হাত দিও না মা।
দৃঢ় বিশ্বাসে বাধা-জয়ী যৌবন
এই উজ্জ্বল রজ্জু উঠুক বেয়ে।
স্বপ্নের চুমা পাড়তে মানুষ অনেক উর্ধ্বে চড়ে।

জরা আর যৌবন
সত্যেরে দেখে দুই দিকে দুইজন।

হৃদয় তোমার ছুড়ে ফেলে দাও র‍্যাপুঞ্জেল
উচ্চ মিনার থেকে ;
আনো সান্ত্বনা দুহিতার সেবা দিয়ে ;
তোমার দীপ্তি জ্বালুক ঘরের বাতি।

উদয় এবং অস্ত
সরস অন্ন আবার তাই বিরস তো।

একটু রেহাই দাও না মা !
থামাও তোমার কণ্ঠ।

আমাদের মাঝে পাহাড়-প্রাচীর দাঁড়িয়ে,
জরা যৌবন এ ওর জানে না ভাষা।

এখানে ও বহু দূর
যৌবন কি নিঠুর।

পাথুরে দেওয়াল ছাড়িয়ে কন্যা শুখাও চুল,
আমার শিশুরা নাগাল যেন না পায় ;
নইলে সবাই দোল খেয়ে যাবে চ'লে,
আঁধারে আমায় একলা এখানে ফেলে।

বহু দূরে আর কাছে
জরা শুধু তার দুঃখ এবং ভয়টুকু নিয়ে বাঁচে।

হে প্রাচীন ছায়া তুমি স'রে গেলে পরে
পাথুরে সোপান বেয়ে নেমে যাবো আমি।
ইস্পাত-চুলে বুনবো চাদর
যখন সময় হবে।

মধুমাস আর শীত
জীবন অনিশ্চিত।

অলিন্দ থেকে নুয়ে পড়ে তবে কে
র‍্যাপুঞ্জেল,
মোহিনী শিখার ফিতাটি ঝুলিয়ে দেবে,
হিম-জ্যোৎস্নায় অবশ আঙুলে ধরবার ?

জীবন আর মরণ!
বাক্য তো শুধু নিশ্বাস-সমীরণ।

হে জরা স্তব্ধ হও।
দু'জনেই ফের জ্বলব তো সেই হাস্যময়ীর মাঝে,
পথের পাথর ঝলসায় যার
জ্বলন্ত এলোচুল।

জাগো আর ঘুমাও
যায় না যা রাখা দু'হাতে হেসে ছড়াও।